

এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বিধ্বস্ত: ৬ জনের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় এবার একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বিধ্বস্ত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৬ জন

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত : প্রাণ হারালেন যাঁরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে সামরিক হেলিকপ্টার ও যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ সংঘর্ষের ঘটনায় ৬৭ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৪০ জনের মরদেহ পটোম্যাক নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। মৃতের তালিকায় রয়েছেন রাশিয়ার জনপ্রিয় স্কেটারসহ অধ্যাপক, পুলিশ কর্মকর্তা ও আইনজীবী। বিবিসির এক প্রতিবেদনে মৃত কয়েকজনের নাম-পরিচয়

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

পথচলায় ২৯ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

www.banglapatrikausa.com ■ Vol. 29 ॥ Issue 20 / February 03, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ২০ ॥ সোমবার মাঘ ২০, ১৪৩১ ॥ শাবান ০৩, ১৪৪৬ ॥

আইসের টার্গেট প্রায় দেড় মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসী

ডিপোর্টেশন তালিকায় ৪৮৩৭ বাংলাদেশি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দেড় মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসীকে গণ-ডিপোর্টেশনের জন্য চূড়ান্ত করেছে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট-আইস। গণ-ডিপোর্টেশনের তালিকায় বাংলাদেশী রয়েছেন ৪৮৩৭ জন। এ তালিকায় সবচেয়ে বেশি অভিবাসী রয়েছেন হন্ডুরাসের। আইসের তালিকায় সর্বমোট ১৪ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৯ জনকে গণ-ডিপোর্টেশনের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় ডিপোর্টেশন অর্ডার পাওয়া এবং আনডকুমেন্টেড হিসেবে থাকা অভিবাসীদের তথ্য অনুযায়ী এ তালিকা করা হয়েছে।

আইস এর অভিযানে নিউইয়র্কে সাব্বির আহমদ নামে একজন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত ২৮ জানুয়ারি। তাঁকে জ্যাকসন হাইটসের একটি বাসা থেকে ভোর ৬ টার দিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়



নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাসা থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি যুবক সাব্বির আহমদ।

প্যানসেলভিনিয়ায় আইসের ডিটেনশন সেন্টারে। ঐ যুবকের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায়। ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি ব্রাজিল হয়ে মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন সাব্বির।

সর্বশেষ রোববার ২ ফেব্রুয়ারি মো. শামিম নামে পেনসিলভেনিয়ার রুজভেল্ট এলাকা থেকে এক বাংলাদেশিকে আইস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। পেনসিলভেনিয়ায় বাংলাদেশী প্রবাসীদের সংগঠন হবিগঞ্জ সমিতির এক নেতা জানিয়েছেন, রোববার ভোরে ৪০ বছর বয়সী শামিমকে আইস আটক করে নিয়ে যায়। পরে দুপুরে আইসের আটক কেন্দ্র থেকে তিনি স্বজনদের ফোন করে জানান, আইস কর্মকর্তা জানিয়েছেন তার জন্য এটর্নীর মাধ্যমে আদালতে আবেদন করতে হবে। পরবর্তীতে আইনী প্রক্রিয়ায় আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

নিউইয়র্কে হাকিম জেফ্রিস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ডেমোক্রেটরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন হাউজ ডেমোক্রেট লিডার হাকিম জেফ্রিস। শুক্রবার ব্রুকলিনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়াও তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য ফেডারেল তহবিল স্থগিত করা বেআইনী এবং আমেরিকার চেতনা বিরোধী।

ব্রুকলিনে অনুষ্ঠিত এসম্মেলনে হাউজ ডেমোক্রেট লিডার হাকিম জেফ্রিস বলেন, দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এবং বাসা ভাড়া সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রতিদিনই নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষদের যে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হচ্ছে, তা থেকে উত্তরণে ডেমোক্রেটরা



প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য ফেডারেল তহবিল স্থগিত করা বেআইনী এবং আমেরিকার চেতনা বিরোধী। মেডিকেইড,

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

৯ দিনে ৭ সহস্রাধিক অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের গণ ডিপোর্টেশনে ফেডারেল ইমিগ্রেশনের অভিযানে ৭, ২৬০ জনকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার ইউএস ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এর এক্স পোস্টে গ্রেপ্তারের এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ২৩ জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার পর্যন্ত দৈনিক গ্রেপ্তারের সংখ্যা এক্স পোস্টে প্রকাশ করেছে। সেই হিসেবে ৯ দিনে গড়ে ৮ শতাধিক জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

গত সপ্তাহে সীমান্ত জার টম হোম্যান একটি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন দৈনিক ১০ হাজার অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা তাদের।

২৩ জানুয়ারি ৫৩৮ জন, ২৪ জানুয়ারি ৫৯৩ জন, ২৫ জানুয়ারি ২৮৬ জন, ২৬ জানুয়ারি ৯৫৬জন, ২৭ জানুয়ারি ১১৭৯ জন, ২৮ জানুয়ারি ৯৬৯ জন, ২৯ জানুয়ারি ৯৬২ জন, ৩০ জানুয়ারি ৯১৩ জন, ৩১ জানুয়ারি ৮৬৪ জন অবৈধ ও অপরাধী অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

অপরাধী অভিবাসীদের ৩০ দিনের মধ্যেই গুয়ানতানামো বেতে পাঠানো হবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অবৈধ বা অনিবন্ধিত অভিবাসীদের কিউবার গুয়ানতানামো বে এলাকার একটি আটক কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার কাজ ৩০ দিনের মধ্যে শুরু করার আশা করছে ট্রাম্প

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

ওজনপার্কে দূর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক আহত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্কের ওজনপার্কে দূর্বৃত্তের গুলিতে মামুনুর রশীদ (৩২) নামে বাংলাদেশি যুবক আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময়

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব পড়বে গ্রোসারি-হাউজিংসহ একাধিক খাতে

চয়ন রহমান: যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ আর চীনা পণ্যের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সরাসরি প্রভাব পড়বে গ্রোসারী, গ্যাস, অটো মোবাইল, অটো-রিপেয়ার, গৃহস্থালী জিনিসপত্র সহ রিয়েল স্টেট খাতে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হচ্ছে এ শুল্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রভাবশালী গণমাধ্যমের বিশ্লেষণমূলক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মেক্সিকো থেকে ৪৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য আমদানী করে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে রয়েছে তাজা শাক-সবজি, ফল এবং মাংস। এছাড়াও গ্রোসারী আইটেমের অধিকাংশই আমদানী নির্ভর। যার একটি বড় অংশ আসে কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে। ট্যারিফের ফলে তাই স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে গ্রোসারি পণ্যের দাম। মেক্সিকো এবং কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২১ ভাগ গাড়ি আমদানী করে।

২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৬৯ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের গাড়ি আমদানী করা হয় মেক্সিকো থেকে। আর কানাডা থেকে আমদানী করা হয় ৬৯ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের গাড়ি। ট্যারিফ বাড়ানোর ফলে কিছু গাড়িতে সর্বোচ্চ তিন হাজার ডলার

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
TiME TV PLUS
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
■ TAX Liens Charge Offs ■ Inquiries ■ Collections
■ Garnishment ■ Bankruptcy ■ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

পেন্টাগন থেকে চারটি গণমাধ্যম সরে যাওয়ার নির্দেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের সদরদপ্তর পেন্টাগন থেকে নিউইয়র্ক টাইমসসহ চারটি গণমাধ্যম কার্যালয়কে সরিয়ে দেওয়া হবে। 'নিউ অ্যানুয়াল মিডিয়া রোটেশন প্রোগ্রাম' শীর্ষক এক মেমোতে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

সংসদ নির্বাচন আয়োজনে বিদেশিদের তৎপরতা বাড়ছে

নির্বাচন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

- সংস্কার ও নির্বাচন প্রস্তুতির পক্ষে মতামত
- রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সিরিজ বৈঠক মার্কিন কূটনীতিকের
- শেখ হাসিনার তিন নির্বাচনের মতো ভোট চায় না বিদেশিরা

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের মতামত দিতে শুরু করেছে। এর আগে ভারত ছাড়া আর কেউ দ্রুত নির্বাচনের কথা না বললেও এখন প্রায় সব পক্ষই চায় দ্রুত নির্বাচন। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন দেওয়া দেশ যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারাও দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে মতামত দিচ্ছে। পাশাপাশি দাতা সংস্থা ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকেও নানাভাবে নির্বাচিত সরকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তারা চায় বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফিরুক। এ নিয়ে তারা বিএনপিসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করছে।

তবে বিদেশিরা গত তিনটি নির্বাচনের মতো ভোট দেখতে চায় না। তারা ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের শেষ তিনটি নির্বাচনের মতো ভোটারবিহীন, রাতের ভোট কিংবা সব দলের অংশগ্রহণহীন নির্বাচন চায় না। তারা চায় দেশ সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পথে আসুক।

কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, এরই মধ্যে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা শুরু হয়েছে। সব পক্ষই মনে করে, সংস্কার ইস্যুতে নির্বাচনে বিলম্ব করার সুযোগ নেই। সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একসঙ্গেই এ সরকারকে করতে হবে। দিন যত যাবে, নির্বাচনের চাপ তত বাড়তে থাকবে। এটা শুধু রাজনৈতিক দল থেকেই নয়, বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও আসতে থাকবে।

এছাড়া নির্বাচন ও সংস্কার ইস্যুতে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বড় বিরোধ তৈরি না হয়, সেদিকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন মনে করছে সব পক্ষ। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছে। সেসব বৈঠকে তারা এক ধরনের মধ্যস্থতা করছে।

এর মধ্যে গত বুধবার ঢাকায় নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (সিডিএ) ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন আগামী নির্বাচন ও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সিরিজ বৈঠক শুরু করেছেন। প্রথম দিন তিনি জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি বৃহস্পতিবার বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এ ছাড়া গণ অধিকার পরিষদসহ অন্যান্য দলের সঙ্গেও বৈঠক করবেন।

এসব বৈঠক সম্পর্কে কোনো পক্ষই সরাসরি কথা বলেনি। তবে বৈঠকে উপস্থিত একাধিক রাজনীতিক নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, আলোচনায় রাজনীতি ও নির্বাচন প্রাধান্য পেয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক দলগুলোর মতামত জানতে চেয়েছেন। মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে আসা মতামত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ কারণেই মার্কিন কূটনীতিক মূলত বাংলাদেশের নেতাদের মতামতই শুনছেন।

জানা গেছে, বুধবার জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের সঙ্গে বৈঠকটি যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের গুলশানের বাসভবনে হয়। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি রাষ্ট্রদূত মেগান বোল্ডিন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জাতীয় পার্টির নেতাদের মধ্যে ছিলেন দলটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের, সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু, কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বিশেষ দূত মাশরুর মওলা।

জানা গেছে, বৈঠকে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দলটির অবস্থান তুলে ধরা হয়। বর্তমান সরকারের বিষয়ে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে অভিযোগ করা হয়। বর্তমান সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জাতীয় পার্টি। এ সরকারকে দুর্বল বলেও অভিহিত করেন নেতারা। তারা দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে মত দেন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফেরার কথা বলেন। এ সময় দলটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, জাতীয় পার্টিকে রাজনীতির অধিকার চর্চা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের উপস্থিত ছিলেন।

বাকি অংশ ০৬ পৃষ্ঠায়





পাঁচ মাসে দেশে ১২টি দলের আত্মপ্রকাশ

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর পাঁচ মাসে দেশে ১২টি 'দল' আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে রাজনীতির মাঠে আসা এসব দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদিও এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। এমনকি মাঠেও চোখে পড়ার মতো কোনো কার্যক্রম নেই। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও নেই এসব দলের। এ কারণে এসব দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

গণ-অভ্যুত্থানের পরে আত্মপ্রকাশ হওয়া এসব দল রাজনৈতিক অঙ্গনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারবে না বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ফরিদ উদ্দীন আহমেদ। এ বিষয়ে তিনি বলেন, সংসদীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করা খুব একটা সহজ হবে না। তবে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়াদের মধ্য থেকে যদি কোনো রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হবে। ৫ আগস্টে যে বিপ্লব হয়েছে, তরুণ প্রজন্মের বড় একটা অংশ এতে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে হয়তো গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব নেতৃবৃন্দ আছেন, তাদের দল গঠনের বিষয়ে শোনা যাচ্ছে। তারা বলেছে- যদি তারা নির্বাচন করে তাহলে সরকার থেকে পদত্যাগ করে নিবে। এটার প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন। একটা সংগঠনের জনভিত্তি তৈরি করতে যে সময় লাগে সেটা তো তারা পায়নি। নাগরিক কমিটি যেটা করবে তাতে হয়তো সংসদ নির্বাচনে কিছু পকেটে তারা উঠে আসতে পারবে।

বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগের যেমন রাজনৈতিক ভিত্তি আছে, অন্যান্য দলের জন্য সেই জনভিত্তি অর্জন করা কঠিন হবে বলে জানান এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

এদিকে রাজনীতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ছাড়া একটা দল কীভাবে দাঁড়াবে বলে প্রশ্ন তুলেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেন, অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে রাজনীতিতে নতুন কোনো ন্যারেটিভ তৈরি হয়নি। তাদের কেবল ভারত আর আওয়ামী বিরোধী ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। এই দেশের অর্থনীতি, সমাজ, কালচার মিলিয়ে কি অর্জন করতে চাই সেটা বলতে হবে। সেরকম কিছু করেনি তারা। একটা ন্যারেটিভ ছাড়া তো পার্টি দাঁড়াতে পারবে না।

যেসব রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করলো: দলের নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে গণঅধিকার পরিষদের মশিউজ্জামান ও ফারুকের নেতৃত্বাধীন অংশ। পরিবর্তিত নাম হয়েছে 'আমজনতার দল'। ভুল বোঝাবুঝি ও দ্বন্দ্ব এড়াতে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দলটি। ২৮শে জানুয়ারি পুরানা পল্টনে নিজেদের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের নতুন নাম ঘোষণা করেন এই অংশের আহ্বায়ক কর্নেল (অব.) মিয়া মশিউজ্জামান। ২০২১ সালের ২৬শে অক্টোবর ড. রেজা কিবরিয়া ও নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে গণঅধিকার পরিষদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দলটি বিভক্ত হয়ে যায়।

সর্বশেষ আত্মপ্রকাশ ঘটে 'দেশ জনতা পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের। ৪ঠা জানুয়ারি ঢাকার কাওরান বাজারে ইডিবি ট্রেড সেন্টারে আত্মপ্রকাশের পর দলটির তরফ থেকে ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটি ঘোষণা করেন দলের প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট ইকবাল কবির। মো. নূর হাকিমকে দলটির চেয়ারম্যান ও ইদ্রিস আলী নান্টুকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর মুসলিম জাতীয়তাবাদী নতুন ধারার রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'জাতীয় বিপ্লবী পরিষদ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে আত্মপ্রকাশ করে দলটি। আত্মপ্রকাশের পর জুলাই গণহত্যায় শহীদ নাইমা আক্তারের মা আইনুন নাহার ও দলটির সাংগঠনিক প্রধান মোহাম্মদ শফিউর রহমানের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। দলটির নেতাকর্মীরা জানান, ফ্যাসিবাদ বিলোপের দাবি পূরণ না হলে ২০২৫ সালে নতুন করে গণ-অভ্যুত্থান করা হবে।

৩০ নভেম্বর গোপালগঞ্জের চাপাইলের মধুমতি পার্কের সম্মেলনকক্ষে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি)' নামে রাজনৈতিক দলের। সংগঠনের আহ্বায়ক করা হয় সাইফুর রশিদ চৌধুরীকে। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ওইদিন নতুন আরও উপস্থিত ছিলেন তিন যুগ্ম আহ্বায়ক জুলিয়াছ খান ঠাকুর, শেখ ফরিদ আহমেদ ও মো. ইয়ার আলী।

২৮ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আত্মপ্রকাশ করে 'বাংলাদেশ জাগ্রত পার্টি'। জুলাই-আগস্ট

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

বদলি বাণিজ্যে ড্যাব নেতারা, সাড়ে ৩ হাজার চেয়ার বদল

ঢাকা ডেস্ক: জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ছয় মাস পেরোলেও শৃঙ্খলা ফেরেনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। নিয়মিত কাজের বাইরে বিভিন্ন পর্যায়ে বদলি-পদায়ন এখনও চলছে। ৫ আগস্টের পর প্রতিদিন স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পদে আসছে নতুন মুখ। গত ছয় মাসে বদলি ও পদায়ন পেয়েছে ঝড়ের গতি। এ সময়ে ৩ হাজার মেডিকেল অফিসার ও ৫০০ কর্মচারীর চেয়ার রদবদল করা হয়েছে। এত স্বল্প সময়ে অতীতে এমন বদলি হয়নি অধিদপ্তরে। বদলি হওয়া অনেক চিকিৎসক জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মস্থলে যোগ দেননি। নতুন করে উপজেলা পর্যায় থেকে আওয়ামী লীগপন্থি চিকিৎসকদের ঢাকায় আনা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডে উপজেলা পর্যায়ে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসাসেবা।

এই অস্বাভাবিক বদলিকে কেন্দ্র করে ড্যাব নেতা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একটি চক্র অর্থ লেনদেন করেছে। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার করা এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। সংস্থাটির অনুসন্ধানে অধিদপ্তরের চার কর্মকর্তা ও পাঁচ কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতা মিলেছে।

নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, মানুষের সেবা নিশ্চিত, কাজে গতি ফেরাতে এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বাস্থ্য খাত গড়ে তুলতে এই বদলি। এখন হাসপাতালে শৃঙ্খলা ফেরাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তবে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে মেডিকেল অফিসারের মধ্যে বিএনপি সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মেডিকেল অফিসার ডা. মেহেদী হাসান, ড্যাবের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শাখার সভাপতি ও মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. মাহবুব আরেফিন রেজানুর রঞ্জু ও মেডিকেল অফিসার ডা. মনোয়ার সাদাতের নাম এসেছে। অভিযোগ আমলে নিয়ে তাদের মধ্যে তিনজনকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি একজনের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেবে অধিদপ্তর।

এ ছাড়া কর্মচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পার-২-এর সেকশন অফিসার সোহেল রানা, হাফিজুর রহমান, রেজাউল ইসলাম, জিয়াউল



হক ও আমিনুল হকের বদলি বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা মিলেছে। এসব বদলিতে ২ থেকে ৫ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই পাঁচজনের কেউই বদলি বাণিজ্যের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

এ বিষয়ে মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বদলির সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। বঞ্চিতদের সুযোগ দিতে বদলিগুলো করা হয়েছে। যে কারণে তালিকায় আমার নাম আসতে পারে। আর্থিক সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি মিথ্যা।

ডা. মাহবুব আরেফিন রেজানুর রঞ্জু বলেন, বিএনপিপন্থি চিকিৎসকদের বদলির জন্য সুপারিশ করেছি। আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি সত্য নয়, এটি অপপ্রচার।

অভিযোগের বিষয়ে ডা. মনোয়ার সাদাত বলেন, আমরা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সব বদলি করেছি। এখানে আর্থিক লেনদেনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। মেডিকেল অফিসার ডা. মেহেদি হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও সাড়া মেলেনি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগ সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নেতাকর্মীর দখলে ছিল স্বাস্থ্য খাতের গুরুত্বপূর্ণ পদ। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর অধ্যক্ষ, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক, সিভিল সার্জন, জেলা বা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকের পদে ছিলেন মূলত স্বাচিপের নেতা, সদস্য ও অনুসারীরা। এসব পদ থেকে তাদের সরানো হয়েছে। এ নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতপন্থি চিকিৎসকদের দ্বন্দ্ব এখনও চলমান। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল বা ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ পদ নিয়ে বিরোধ চলছে।

কর্মস্থলে অনুপস্থিত আওয়ামী লীগপন্থিরা

আওয়ামী লীগপন্থি অধিকাংশ চিকিৎসক এখনও কর্মস্থলে যোগদান করেননি। কয়েকজন চাকরি থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। আবার কাউকে ওএসডি করা হয়েছে। কারও কর্মস্থলে যোগ দিতে বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে বা হচ্ছে। যেমন, রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে একজন সহকারী অধ্যাপককে রংপুর মেডিকেল কলেজে বদলি করা হয়। রংপুর মেডিকেলের কিছু চিকিৎসক প্রকাশ্য ঘোষণা দেন, ঢাকা থেকে বদলি হওয়া চিকিৎসককে কাজে যোগ দিতে দেবেন না।

পরে তাঁকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে বদলি করা হয়। সেখানেও তাঁকে যোগদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। একই ঘটনা ঘটেছে খুলনা

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়



The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

টাইম টিভি-বাংলা পত্রিকা'র বর্ষপূর্তীতে

দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের ভালোবাসার প্লাবন

বর্ণাঢ্য আয়োজন আর জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র ২৮ বছর পূর্তী এবং টাইম টেলিভিশনের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে লাখো দর্শক-শ্রোতার নিরন্তর ভালোবাসার প্লাবনে আবারো সিক্ত হলো উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল টাইম টেলিভিশন। পাশাপাশি হাজারো পাঠক প্রিয় উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র অবদানও অনস্বীকার্য। মিডিয়া দু'টির বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এমন মন্তব্য করেন। নিউইয়র্ক সিটিস্থ বিলাসবহুল এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানোরে দু'দিনব্যাপী (২৪-২৫ জানুয়ারী) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গেলো সেপ্টেম্বর মাসে টাইম টেলিভিশন ১০ বছর পেরিয়ে ১১ বছরে আর বাংলা পত্রিকা ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯ বছরে পদার্পন করেছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এবারের শ্লোগান ছিলো 'জেনারেশন জি দ্য গেম চেঞ্জার'।

ইউএস কংগ্রেস সদস্য, নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর, অ্যাসেম্বলীম্যান, সিটি কাউন্সিল সদস্য ছাড়াও প্রবাসে বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, কমিউনিটি লীডার, আর প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবি ও ব্যবসায়ী সহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মূলধারার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিণত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো আমেরিকান বাংলাদেশী নতুন জেনারেশন।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইউএস কংগ্রেসের মাইনরিটি লীডার হেকিম জাফরীস এক ভিডিও বার্তায় মিডিয়া দুটির সাফল্য কামনা করে বলেন, যুক্তরাষ্টের চতুর্থ স্তম্ভের দায়িত্ব পালন করে মিডিয়াগুলো।

ইউএস কংগ্রেস সদস্য, নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর, অ্যাসেম্বলীম্যান, সিটি কাউন্সিল সদস্য ছাড়াও প্রবাসে বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, কমিউনিটি লীডার, আর প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবি ও ব্যবসায়ী সহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মূলধারার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিণত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো আমেরিকান বাংলাদেশী নতুন জেনারেশন।
বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইউএস কংগ্রেসের মাইনরিটি লীডার হেকিম জাফরীস এক ভিডিও বার্তায় মিডিয়া দুটির সাফল্য কামনা করে বলেন, যুক্তরাষ্টের চতুর্থ স্তম্ভের দায়িত্ব পালন করে মিডিয়াগুলো।

অনুষ্ঠানে বক্তারা উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণ, সেবা ও প্রসারে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র ভূমিকার প্রশংসা করেন। এছাড়াও বক্তারা অতীতের মতো আগামী দিনেও বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র পাশে থাকা এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আমরা মনে করি বিগত দিনের মতো টাইম টেলিভিশন আর বাংলা পত্রিকা সবার অব্যাহত সহযোগিতা পান তবে মিডিয়া দু'টি কমিউনিটির সেবার পাশাপাশি মূলধারার সাথে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আরো যোগসূত্র স্থাপনে আরো ভূমিকা রাখতে পারবে। টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র চলার পথে যারা অব্যাহতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা। মিডিয়া দুটি হোক প্রবাসীদের সত্যিকারের মুখপত্র। সবার ভালোবাসায় আরো এগিয়ে যাবে টাইম টেলিভিশন আর বাংলা পত্রিকা।

সফলতার ২৮ বছর
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

টাকার গরমই আলাদা

ড. আর এম দেবনাথ



'আমেরিকা আবার মহান হবে' এই হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইতিমধ্যেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছেন। পুরো বিশ্ব পৃথিবীর এক নম্বর দেশের দিকে তাকিয়ে। কী হয় এবার? ট্রাম্প কীভাবে আমেরিকাকে আবার মহান করে গড়ে তুলবেন? তা তিনি তুলুন, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন অন্যত্র। আমেরিকা আবার মহান হলে আমাদের কী লাভ? সারা বিশ্বের মানুষেরই-বা কী লাভ? হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতিমতো তিনি যদি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে পারেন, মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন, সমুদ্রপথকে সবার বাণিজ্যের জন্য বাধামুক্ত করতে পারেন তাহলে কিছু একটা হয় অন্তত। কিন্তু মূল প্রশ্ন রয়েই গেল। আমাদের কী লাভ? বিশ্ববাসীর কী লাভ? তিনি কি বিশ্বকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করবেন? তিনি কি বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারবেন? তিনি কি বিশ্বকে বৈষম্যমুক্ত করতে আগ্রহী হবেন?

অনেক প্রশ্ন। কারণ আমেরিকা দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ, প্রভাবশালী দেশ। তারপরেই চীন, যে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। রয়েছে ভারত। পাশে রাশিয়া। আছে উদীয়মান 'ব্রিকস'। আছে সাউথ-সাউথ ব্লক। অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তবে এই আলোচনার কোনো শেষ নেই। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে কথার মিল নেই। কেমন? একটা জিনিস লক্ষণীয় ট্রাম্পের অতিথিদের মধ্যে প্রধান কারা দেখেছেন? দুনিয়ার তাবৎ বড় বড় ধনী, শ্রেষ্ঠ ধনী ইলন মাস্ক, জেফ বেজোস আছেন। রয়েছেন প্রতিবেশী ভারতের অনিল আম্বানি, নন্দন নিলেকানির মতো লোক। আর তাঁর সঙ্গীরা হচ্ছেন ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি, যাঁরা ভারতীয়দের টাকায় লেখাপড়া শিখে মার্কিনিদের 'সেবা' করছেন। হয়েছেন গরিব দেশের নাগরিক থেকে ধনী দেশের নাগরিক।

ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের তুলনীয় ঘটনা আরও একটি আছে। সেটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। সেখানে দুনিয়ার বড় যত ব্যবসায়ী, সবাই যান। আগে শুনতাম, ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রের প্রধানদের আনুকূল্য প্রার্থনা করতেন। এখন এটা পরিষ্কার যে রাষ্ট্রনায়কেরা, মন্ত্রীরা যান এসব অনুষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য। বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য। উন্নয়ন আরকি। সবার নজরই উন্নয়ন। মনে হচ্ছে, উন্নয়ন মানে শক্তি। অর্থনৈতিক শক্তি। আবার উন্নয়ন হলেই দরকার সামরিক শক্তি। দুনিয়াকে বোঝানো যে আমরা শক্তিশালী। আর শক্তি দেখাতে অস্ত্র দরকার। অস্ত্র উৎপাদন দরকার। দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত 'উন্নয়ন' হয় অস্ত্রের, অস্ত্র উৎপাদন এবং যুদ্ধই হয়ে ওঠে অ্যাজেন্ডা এবং এটাই নির্ধারণ করে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ।

শেষ বিচারে দারিদ্র্য বিমোচন পেছনে পড়ে যায়। গরিবের কথা 'বাসি' হয়ে যায়। এখন বলি একটা, করি আমরা আরেকটা। মুখে যুদ্ধ নয়, শান্তি বাস্তবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। একজনের পেছনে লাগা। প্রতিবেশী হলে তো কথাই নেই। প্রতিবেশীকে দমন করা এক নম্বর কাজ! হাত পাকানো আরকি। দুনিয়ার এই হচ্ছে নমুনা। আজকাল রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীরা আর কবি-সাহিত্যিক নিয়ে ঘোরেন না। তাঁদের লালন-পালন করেন না। তাঁদের দেখা হয় অনুগ্রহপ্রার্থী হিসেবে। এটাই হয়ে পড়েছে নতুন সভ্যতা।

আমাদের প্রত্যাশা খুবই কম। কোনো রাষ্ট্রই তার নিজ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আমাদের জন্য কিছু করবে না। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে আমরা যেতে পারি। আমরা সেখানে কী অভিজ্ঞতার কথা বলব? তারা জানে আমাদের মাইক্রোক্রেডিটের কথা। বলাই বাহুল্য, তারা এসব ব্যবসা করে না। তাদের ব্যবসা হচ্ছে বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের। এক বিলিয়ন মানে শতকোটি। এই অবস্থায় তাদের কাছে বড় কিছু আশা করে লাভ নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের একটা দাবি আছে। সেটা আমাদের নিজস্ব স্বার্থের কথা। দুনিয়ার তাবৎ ধনী ব্যবসায়ীরা জানেন টাকা কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়, টাকা কোথায় রাখা হয়, কারা টাকার ম্যানেজার।

এমতাবস্থায় ধনীদের কাছে আমরা একটা দাবি করতেই পারি। তাঁরা জানেন, আমাদের দেশের চুরি-ঘুষের টাকা পাচার হয়ে তাঁদের দেশে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, হংকং, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপীয় দেশ, আমেরিকা, কানাডা, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে আমাদের দেশের চোরেরা অর্থ পাচার করে ডলার জমাচ্ছে। তাদের ধরে ধরে খোঁজ করে

শেষ বিচারে দারিদ্র্য বিমোচন পেছনে পড়ে যায়। গরিবের কথা 'বাসি' হয়ে যায়। এখন বলি একটা, করি আমরা আরেকটা। মুখে যুদ্ধ নয়, শান্তি বাস্তবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। একজনের পেছনে লাগা। প্রতিবেশী হলে তো কথাই নেই। প্রতিবেশীকে দমন করা এক নম্বর কাজ! হাত পাকানো আরকি। দুনিয়ার এই হচ্ছে নমুনা। আজকাল রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীরা আর কবি-সাহিত্যিক নিয়ে ঘোরেন না। তাঁদের লালন-পালন করেন না। তাঁদের দেখা হয় অনুগ্রহপ্রার্থী হিসেবে। এটাই হয়ে পড়েছে নতুন সভ্যতা।

ডলারগুলো বের করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। আমরা মোটামুটি একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। চারদিকে খবর দেখতে পাচ্ছি, সারা দেশে সরকার খবর করছে। সম্পত্তি ক্রোকও করছে। এসব কথা জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পর্যন্ত জানে। তারা সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। তারা তাদের দেশের আইন বদল করতে পারে। 'চোরাই' ডলার না রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই যেমন যুক্তরাষ্ট্র এবার থেকে নিয়ম করেছে অবৈধ অভিবাসীদের তারা সেখান থেকে বের করে দেবে। এতে কার লাভ, কার ক্ষতি? যুক্তরাষ্ট্র'র লাভ নিশ্চয়ই। ক্ষতি অবৈধদের, যে দেশ থেকে তাঁরা এসেছেন। তবে এখানেও লাভ আছে। তাঁরা ভিনদেশে অবৈধভাবে না গিয়ে নিজের দেশকে উন্নত করতে পারেন। তাঁদের সব ধরনের মেধা আছে, তাঁরা পরিশ্রমী। এই চেষ্টায় মার্কিনরা তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে।

'রেজিম চেঞ্জ' না করে, অভ্যুত্থান না ঘটিয়ে, প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে না মেরে, বয়কট না করে যুক্তরাষ্ট্র এভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করতে পারে। তাদের হাতে, তাদের দেশের ধনীদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। তারা অর্থশক্তিতে বলীয়ান, এটা তাদের কাছে কিছুই না। এসবের পরিবর্তে যদি দেখা যায়, বছরে একবার-দুইবার দাভোসে মিটিংয়ে বসে করমর্দন করা হচ্ছে। তাহলে কার লাভ? এ ছাড়া বছরে তারা যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়, সেগুলো কি বাস্তবায়িত হয়? তারা কি বিশ্বের সব সমস্যা সমাধানে একমত? দ্বিধা-বিভক্তি তাদের মধ্যে প্রবল। স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব। ফলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। শুধু আলোচনা। দেখা গেল, দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর আলোচনা হচ্ছে। অথচ সেমিনার হলে কোনো লোক নেই। বক্তাই শুধু। শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছে। অথচ ভেতরে-ভেতরে ব্যক্তিগত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বিশ্বশান্তি এমনিতেই হয়ে যায়। কিন্তু তা হয় না। বড়জোর শেষ পর্যন্ত কফি আর আড্ডাতেই সময় চলে যায়। যেন 'চোরের মন খিরাখেতে'। আলোচনা যা-ই হোক না কেন, কী করব তা তো ঠিকই করা আছে!

আসলে শুধু আমেরিকা 'মহান' হলে হবে না। বিশ্বের সব দেশকে মহান হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। টেকনোলজি, অর্থ, ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং ইত্যাদি একজনের হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখলে হবে না। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে হবে সবার মঙ্গলের জন্য। এমনিতেই গড় হিসাবে বিশ্বের কয়েকজন ধনীর হাতে যে ডলার, সম্পদ, অর্থবিত্ত তা পুরো মানবজাতির সম্পদের সমান। করোনাকাল ছিল দুর্দিন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও তা-ই। কিন্তু এরই মধ্যে ধনীরা আরও ধনী হয়েছেন। গরিবরা হয়েছেন গরিব। একবার টাকা করে ফেলতে পারলে টাকার অভাব হয় না। আর যেহেতু অভাব হয় না, তাই টাকার গরমই আলাদা! আবার এই টাকা অনেক সময় ক্ষতিও করে। বেসরকারি বিনিয়োগে অনেক লাভ-উন্নতি। আবার ক্ষতিও আছে। এই যেমন আমাদের নদীর তীরে তীরে শিল্প-কারখানা, শিপইয়ার্ড। শিল্প হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বিনিময়ে যাচ্ছে আমাদের নদী। নদীর জলে হাত দেওয়া যায় না। নদী গেল, জল গেল, নাব্যতা গেল অথচ উন্নতি তো হলো! জিডিপি তো বড় হলো।

অবস্থা তা-ই। বিশ্বের বড় ধনীরা যদি এসব নিয়ে ভাবতেন, তাহলে আমরা লাভবান হতাম। অশান্তির কারণও অনেক ক্ষেত্রে তাঁরাই। যুদ্ধ তাঁদেরই সৃষ্টি। পণ্যের গুণগত মান বিনাশ, পণ্যের অপ্রাপ্তি, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, কার্টেল, মনোপলি, সিন্ডিকেট তাঁদেরই সৃষ্টি। আবাসনসংকট, চাকরিচ্যুতি, বেকারত্ব তাঁদেরই সৃষ্টি। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নেই তাও তাঁদেরই কীর্তি। শ্রমিকের সঙ্গে ধনীদের ঝগড়া আজীবন। দুই পয়সা তাঁরা বেতন বাড়াতে চান না। আমাদের তৈরি পোশাকশিল্প এর একটা প্রমাণ। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকেরা যত তরতাজা হন, শ্রমিকেরা হন ততটাই হাড্ডিসার।



পেন্টাগন থেকে চারটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাইমস ছাড়াও ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও, কমকাস্ট কর্পোরেশনের মালিকানাধীন এনবিসি নিউজ এবং পলিটিকোকেও ১৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাদের কার্যালয় ছেড়ে দিতে হবে।

জানা গেছে, তাদের জায়গায় নিউইয়র্ক পোস্ট, ওয়ান আমেরিকা নিউজ নেটওয়ার্ক, ব্রেইটবার্ট নিউজ নেটওয়ার্ক ও হাফপোস্ট নিউজকে অফিসের জায়গা দেওয়া হবে। মেমোতে উল্লেখ করা হয়, প্রতি বছরই পালাবদল চলতে থাকবে। প্রিন্ট, অনলাইন, টিভি কিংবা রেডিও প্রতিটি ধরনের একটি করে নতুন গণমাধ্যম আগেরটির জায়গা নেবে। যে গণমাধ্যমগুলো পেন্টাগনের প্রেস কোরের সদস্য হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়নি, এতে করে তারা সে সুযোগ পাবে।

এনবিসি নিউজের এক মুখপাত্র রয়টার্সকে বলেন, পেন্টাগনের একটি সম্প্রচার বুথে আমাদের প্রবেশাধিকার না দেওয়ার সিদ্ধান্তে আমরা হতাশ। আমরা বহু দশক ধরে এটি ব্যবহার করে আসছি। জাতীয় জনস্বার্থে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে এটি আমাদের দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা। তবে আমরা সর্বদা একই সততা এবং কঠোরতার সাথে প্রতিবেদন করা চালিয়ে যাব।

নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও তারা পেন্টাগনকে 'সম্পূর্ণ ও ন্যায্যভাবে' সংবাদ কভার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত করার জন্য পরিকল্পিত পদক্ষেপগুলো স্পষ্টতই জনস্বার্থে নয়।

ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও প্রতিরক্ষা বিভাগকে অফিসের জায়গা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে, যাতে পেন্টাগন সমস্ত মিডিয়া আউটলেট সমান সুযোগ পায়। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের পর মিডিয়াটি বলেছে, এই সিদ্ধান্ত লাখ লাখ আমেরিকানের সরাসরি পেন্টাগন থেকে কথা শোনার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবে।

পলিটিকোর সিনিয়র ম্যানেজিং এডিটর অনিতা কুমার কর্মীদের কাছে লেখা এক নোটে জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছে সংবাদ সংস্থাটি।

প্রসঙ্গত, পেন্টাগনের বাইরে দুই ডজনেরও বেশি সংবাদ সংস্থা কাজ করে। এরা মূলত আমেরিকান সামরিক বাহিনীর দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার ৬টার কিছু পরে উত্তর-পূর্ব ফিলাডেলফিয়ার এক আবাসিক এলাকায় টুইন-ইঞ্জিন মেডেভাক বা রোগী বহনকারী বিমান বিধ্বস্ত হয়ে বিস্ফোরণে আগুন ধরে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনজানিয়েছে, লিয়ারজেট-৫৫ স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় উত্তর-পূর্ব ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই বিধ্বস্ত হয়। ছয়জন যাত্রীবাহী ব্যক্তিমালিকানাধীন বিমানটি মিজৌরির স্প্রিং ফিল্ড-ব্র্যানসন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল।

ফ্লাইট ডেটা নিয়ে কাজ করা সংস্থা এডিএস-বি এক্সচেঞ্জের ডেটা অনুসারে, উড্ডয়নের পর বিমানটি ১ হাজার ৬৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরই নিচে নামতে থাকে। এর পতনের হার ছিল প্রতি মিনিটে ১১ হাজার ফুট।

বিষয়টি জানতে পেরে বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার বিমানটিকে বারবার ডাকলেও কোনো সাড়া মেলেনি। এ সময় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে বলতে শোনা যায়, 'মেডেভাক মেড সার্ভিস, নর্থইস্ট টাওয়ার। মেডেভাক মেড সার্ভিস, নর্থইস্ট টাওয়ার। আপনি কি ফ্রিকোয়েন্সিতে আছেন?' প্রায় এক মিনিট পর কন্ট্রোলারকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা একটি বিমান হারিয়েছি।'

ফ্লাইটটি পরিচালনাকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সংস্থা জেট রেসকিউ জানিয়েছে, বিমানে একজন শিশু রোগী, তার সঙ্গে থাকা একজন ব্যক্তি এবং চারজন ক্রু ছিলেন। সংস্থাটি জানিয়েছে, 'এ মুহূর্তে আমরা কোনো জীবিত ব্যক্তির বিষয়ে নিশ্চিত নই।'

ফিলাডেলফিয়ার মেয়র চেরেল পার্কার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'কয়েকটি বাড়ি ও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত নয়।' সিএনএনের সহযোগী সংস্থা কেওয়াইডব্লিউ জানিয়েছে, কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে সংখ্যা নিশ্চিত নয়।

জেট রেসকিউ বলেছে, 'পরিবারের সদস্যদের না জানানো পর্যন্ত কারও নাম প্রকাশ করা হবে না। আমাদের তাৎক্ষণিক উদ্বেগ রোগীর পরিবার, আমাদের কর্মী ও তাদের পরিবার এবং ভূমিতে আহত ব্যক্তিদের প্রতি। আরও তথ্য পাওয়া গেলে জানানো হবে।'

সিএনএনের সহযোগী সংস্থা ডব্লিউপিভিআইয়ের ভিডিওতে দেখা গেছে, ঘটনাস্থলে আগুন ও ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী এবং একাধিক অগ্নিনির্বাপক ট্রাক দ্রুত সাড়া দিচ্ছে। ফিলাডেলফিয়া ফায়ার বিভাগের এক্সে (সাবেক টুইটার) শেয়ার করা পোস্ট অনুসারে, আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে।

বিধ্বস্ত হওয়ার পর নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্ট সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও পরে আবার চালু হয়েছে বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সিএনএনকে জানিয়েছে। বিধ্বস্ত স্থানের বিপরীতে অবস্থিত রুজভেল্ট মলও খালি করা হয়েছিল বলে মলটির মুখপাত্র ক্রিস্টেন মুর সিএনএনকে জানিয়েছেন, তবে সেখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা আহতের খবর নেই।

পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জোশ শাপিরো বলেছেন, তিনি ফিলাডেলফিয়ার মেয়রের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং জরুরি প্রতিক্রিয়ার জন্য রাজ্যের সব পরিষেবা প্রস্তুত। শুক্রবার রাতে তিনি ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন বলে মেয়র পার্কার জানান। তিনি আরও বলেন, সিনেটর জন ফেটারম্যানসহ অন্যান্য ফেডারেল কর্মকর্তার সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহনসচিব শন ডাফি এক্সে শেয়ার করা এক পোস্টে জানান, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে জানানো হয়েছে। এফএএ এবং জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা বোর্ড (এনটিএসবি) দুর্ঘটনাটির তদন্ত করবে। পরিবহনসচিব ডাফি জানিয়েছেন, তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।

এই বিমান দুর্ঘটনা এমন সময় ঘটল, যার মাত্র দুদিন আগেই ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রায় ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনায় আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজের সঙ্গে ইউএস সেনাবাহিনীর একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয় পোটোম্যাক নদীর ওপর। ক্যানসাস অঙ্গরাজ্যের উইচিটা থেকে উড্ডয়ন করা বিমানটিতে ৬৪ জন যাত্রী ছিলেন, আর হেলিকপ্টারে ছিলেন তিন সেনাসদস্য। সবাই মৃত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ডিপোর্টেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাড়িয়ে আনা যাবে। তিনিও ৫ মাস আগে মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। তবে এখনো ওয়ার্কপারমিট ও সোশ্যাল সিকিউরিটি পাননি। আইডি না থাকায় তাকে আটক করে নিয়ে যায় আইস কর্তৃপক্ষ।

ইমিগ্র্যাশন আদালতের প্রকাশিত তথ্যানুসারে নিউইয়র্কে আড়াই লাখের বেশি অভিবাসীর বিরুদ্ধে ডিপোর্টেশন অর্ডার (বহিষ্কারের আদেশ) রয়েছে। এ সংখ্যা ২ লাখ ৫৪ হাজার ১৮০ জন। ২০০০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নিউইয়র্ক স্টেটের ২ লাখ ৫৪ হাজার ১৮০ জন অভিবাসন প্রত্যাশী ও আনডকুমেন্টেডকে এ ডিপোর্টেশন অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

এদিকে চূড়ান্ত ডিপোর্টেশন আদেশ প্রাপ্তরা আইসের প্রাথমিক টার্গেট হলেও অভিযান চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রে যোকান ধরনের ইমিগ্রেশ্যান আইন ভঙ্গকারী কিংবা অভিবাসন প্রত্যাশীরা ইমিগ্রেশ্যান এন্ড কাষ্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্টদের অভিযানে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখিন হতে পারেন। এ সময় গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জোরেশোরে চলছে অবৈধ অভিবাসীদের গণ-ডিপোর্টেশন কার্যক্রম। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির তত্বাবধানে আইসের নেতৃত্বে এফবিআই, এটিএফ, ডিইএ এর ২৫টি ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে চলছে এই কার্যক্রম।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের কাছে থাকা আইসের এ তালিকা অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত করা ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এন্ড এনফোর্সমেন্ট-আইসের তালিকা অনুযায়ী, মোট ১৪ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৯ জনকে গণ-ডিপোর্টেশনের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে অবৈধ বাংলাদেশী রয়েছে ৪৮৩৭ জন। ডিপোর্টেশনের তালিকায় সবচেয়ে বেশি রয়েছে হন্ডুরাসের ২ লাখ ৬১ হাজার ৬৫১ জন, গুয়েতেমালার ২ লাখ ৫৩ হাজার ৪১৩ জন, মেক্সিকোর ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৪জন, এল সাল ভাদেরোর ২ লাখ ৩ হাজার ৮২২ন জন। দক্ষিণ এশিয়ার ডিপোর্টেশনের তালিকায় সবচেয়ে বেশি রয়েছে ভারতের ১৭ হাজার ৯৪০ জন, পাকিস্তানের ৭৭৬০ জন, শ্রীলংকার ৩০৬৫ জন, আফগানিস্তানের ১৭০৮জন, নেপালের ১৩৬৫জন এবং ভূটানের ১২২জন।

অপরাধী অভিবাসীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 'সীমান্ত জার' টম হোম্যানের বরাতে ওয়াশিংটন পোস্ট এ তথ্য জানিয়েছে।

সর্বপ্রথম গত বুধবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসীদের গুয়ানতানামো বের আটক কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ঘোষণা দেন।

ওয়াশিংটন পোস্টকে হোম্যান বলেন, 'আশা করি ৩০ দিনের মধ্যে আমরা লোকজনকে সেখানে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।'

হোম্যান আরও বলেন, সামনের সপ্তাহগুলোতে তিনি গুয়ানতানামো বেতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রে নৌঘাঁটি ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন। নির্মাণাধীন আটক কেন্দ্রটি দেখার জন্য এ সফর করবেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ওই কেন্দ্রে ৩০ হাজারের মতো অভিবাসনপ্রত্যাশীকে রাখা সম্ভব। তবে হোম্যানের বক্তব্যের বরাতে ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে, অল্পসংখ্যক অবৈধ অভিবাসীকে দিয়ে আটককেন্দ্রটির যাত্রা শুরু হতে পারে।

গুয়ানতানামো বেতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটিতে আগে থেকেই একটি অভিবাসী আটক কেন্দ্র আছে। কয়েক দশক ধরে মাঝেমধ্যে কেন্দ্রটির ব্যবহার হয়ে আসছে। সাগর থেকে আটক হওয়া হাইতি ও কিউবার নাগরিকদের রাখার জন্যও এটি ব্যবহার করা হয়। তবে এ কেন্দ্রটি যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় সন্দেহভাজন বিদেশি 'সন্ত্রাসীদের' আটকে রাখার জন্য তৈরি উচ্চ নিরাপত্তাসম্পন্ন কুখ্যাত মার্কিন কারাগার থেকে আলাদা।

গত ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ট্রাম্প। অভিষেক অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণেই অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ বন্ধ করে দেবেন তিনি। অবৈধ অভিবাসীদের 'অপরাধী' হিসেবে বর্ণনা করে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এমন লাখো অভিবাসীকে ফেরত পাঠানো হবে।

একই সঙ্গে ট্রাম্প জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান নিয়মকানুনে পরিবর্তন আনার কথা জানান। নতুন নিয়মের আওতায় নথিবিহীন অর্থাৎ অবৈধ কোনো অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান প্রসব করলে সেই শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্কিন নাগরিকত্ব পাবে না। সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত একটি নির্বাহী আদেশেও সই করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্যের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাবার এসব ক্ষেত্রে সরকারী সুবিধা কর্তন করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত ভুল এবং কমুনিটির জন্য কষ্টকর বলে মন্তব্য করেন তিনি। এসব প্রতিরোধে ডেমোক্রেটরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে ডাইভারসিটি নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য নিয়ে হাকিমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বিমান ট্রাজিডেরি মধ্যে জাতির সর্বোচ্চ জায়গা থেকে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা নিন্দনীয় এবং এটা লজ্জাজনক।

এসময় কংগ্রেস উইমেন ইভেট ক্লার্ক বলেন, বিমান বিধ্বস্ত নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইভারসিটির বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা জাতিকে বিভক্ত করা ও শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করার অপকৌশল।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সাধারণের হাত থেকে বের করে নেয়ার যে অপকৌশল চলছে, তা প্রতিহত তকরা হবে বলেও এসময় জানান তারা।

প্রথম পাতায় দেড় কলামে

বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব পড়বে গ্রোসারি-হাউজিংসহ একাধিক খাতে

চয়ন রহমান: যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ আর চীনা পণ্যের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সরাসরি প্রভাব পড়বে গ্রোসারী, গ্যাস, অটো মোবাইল, অটো-রিপেয়ার, গৃহস্থালী জিনিসপত্র সহ রিয়েল স্টেট খাতে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হচ্ছে এ শুল্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রভাবশালী গণমাধ্যমের বিশ্লেষণমূলক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মেক্সিকো থেকে ৪৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য আমদানী করে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে রয়েছে তাজা শাক-সবজি, ফল এবং মাংস। এছাড়াও গ্রোসারী আইটেমের অধিকাংশই আমদানী নির্ভর। যার একটি বড় অংশ আসে কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে। ট্যারিফের ফলে তাই স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে গ্রোসারি পণ্যের দাম। মেক্সিকো এবং কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২১ ভাগ গাড়ি আমদানী করে।

২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৬৯ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের গাড়ি আমদানী করা হয় মেক্সিকো থেকে। আর কানাডা থেকে আমদানী করা হয় ৬৯ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের গাড়ি। ট্যারিফ বাড়ানোর ফলে কিছু গাড়িতে সর্বোচ্চ তিন হাজার ডলার দাম বাড়তে পারে। কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ শতাংশ ক্রুড অয়েল সরবরাহ করে। ট্যারিফের ফলে প্রতি গ্যালনে ৩০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়বে। মেক্সিকো থেকে ৪৩ শতাংশ অটো রিপেয়ারস এবং পার্টসের মূল্য বেড়ে যাবে বহুগুণে। এর ফলে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিপেয়ার ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। প্রভাব পড়বে হাউজিং সেক্টরেও। বাড়ি নির্মাণ খরচ বেড়ে যাবে।

এদিকে গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ লাম্বারের ৮৫ শতাংশ আমদানী করা হয় কানাডা থেকে। উচ্চ ট্যারিফ নির্ধারণের ফলে বিল্ডারের পাশাপাশি ক্রেতাদের সহজ মূল্যে বাড়ি নির্মাণ অসহনীয় হয়ে উঠবে। পাশাপাশি স্মার্টফোনের ৭৫ শতাংশ আমদানী হয় চীন থেকে। ট্যারিফের ফলে স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ আর ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ৪৬ শতাংশ দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এর ফলে আমেরিকান কৃষকরাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে সংশ্লিস্টদের আশংকা।

ওজনপার্কে দূর্বৃত্তের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ওজনপার্কে লিবার্টি এভিনিউয়রে পাশে ১০১ ড্রিউ স্ট্রীট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, রাত সাড়ে দশটার দিকে মামুনুর তার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন । এসময় প্রাইভেট কারযোগে এসে আফ্রিকান এক যুবক অতর্কিতভাবে মামুনুরকে গুলি করে আবার পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ও ইমার্জেন্সি মেডিকেল টিম ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জ্যামাইকা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন।

মামুনুরের বন্ধু ফাহাদ হোসেন জানান, মামুনুর গত জুলাই মাসে বাংলাদেশ থেকে নিউইর্য়ক আসে। এখানে সে রাজনৈতিক আশ্রয়রে আবেদন করেছে। তার দেশের বাড়ি নোয়াখালীর সেনবাগে। তারা একসাথে ওজনপার্কের ড্রিউ স্ট্রিটে একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। রাতে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিলো মামুনুর। তখন এক যুবক এসে অস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিতে চায়। এসময় মামুনুর চিৎকার করলে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায় হামলাকারী। তাঁর চিৎকার শুনে ঘর থেকে এসে দেখেন হাতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মামুনুর পড়ে আছে। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর। চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন ।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট খায়রুল ইসলাম খোকন বলেন, এরকম ঘটনা আমাদের কমিউনিটির জন্য খুবই উদ্বেগজনক। আমরা এর প্রতিবাদে স্থানীয় কমিউনিটির লোকদের নিয়ে একটি সমাবেশ করবো এ ঘটনায় জড়িতকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার জন্য। আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজন যাতে নিরাপদে ওজনপার্কে বসবাস করতে পারেন সেজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।

বাণিজ্য যুদ্ধের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাম বাড়তে পারে। কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ শতাংশ ক্রুড অয়েল সরবরাহ করে। ট্যারিফের ফলে প্রতি গ্যালনে ৩০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়বে। মেক্সিকো থেকে ৪৩ শতাংশ অটো রিপেয়ারস এবং পার্টসের মূল্য বেড়ে যাবে বহুগুণে। এর ফলে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিপেয়ার ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। প্রভাব পড়বে হাউজিং সেক্টরেও। বাড়ি নির্মাণ খরচ বেড়ে যাবে।

এদিকে গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ লাম্বারের ৮৫ শতাংশ আমদানী করা হয় কানাডা থেকে। উচ্চ ট্যারিফ নির্ধারণের ফলে বিল্ডারের পাশাপাশি ক্রেতাদের সহজ মূল্যে বাড়ি নির্মাণ অসহনীয় হয়ে উঠবে। পাশাপাশি স্মার্টফোনের ৭৫ শতাংশ আমদানী হয় চীন থেকে। ট্যারিফের ফলে স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ আর ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ৪৬ শতাংশ দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এর ফলে আমেরিকান কৃষকরাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে সংশ্লিস্টদের আশংকা।

৯ দিনে ৭ সহস্রাধিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এনওয়াই পোস্ট জানিয়েছে, আইস স্থানীয় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ৫,৭৬৩ জন "বন্দী" রাখার জন্য মামলা দায়ের করার কথা কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছে। আর নির্বাসনের জন্য অভিবাসীদের তাদের দেশে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়।

আইস জানিয়েছে, নিউইয়র্ক সিটি, শিকাগো এবং বোস্টনের মতো অভয়ারণ্য শহরগুলিকে কেন্দ্র করে এই অভিযান চালানো হয়েছে এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ধর্ষণ, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ এবং বন্দুক ও মাদক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অবৈধ ব্যক্তিরা রয়েছেন।

আইস গ্রেপ্তার হওয়া কয়েক ডজন অভিবাসীর সম্পর্কে সীমিত তথ্য সরবরাহ করেছে। যাদের সবাই পূর্বে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল।

তাদের মধ্যে রয়েছে জোসে ওর্তেগা রামিরেজ, যিনি পূর্বে শিশু পর্নোগ্রাফি এবং মাদক রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে মঙ্গলবার ফিলাডেলফিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সাইদজান হিসেন সালিহ যিনি মঙ্গলবার সান দিয়েগোতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি হামলা, মাদক ও চুরির অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন।

এর আগে এবিসি নিউজকে টম হোমান বলেছেন যে প্রশাসন বর্তমানে শুধুমাত্র সহিংস অবৈধ বহিরাগতদের লক্ষ্যবস্তু করছে। দৈনিক গ্রেপ্তারের হার এর বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হোম্যান বলেন, এক হাজার কিংবা তার কিছু বেশি গ্রেপ্তার এটা যথেষ্ট নয়। আমরা দৈনিক ১০ হাজার জনকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্য রেখেছি। আইস সহ আইন প্রয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা দেখতে পারবেন।

আইস এর তত্ত্বাবধানকারী হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম বলেছেন যে ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ অভিযানে "সবচেয়ে খারাপ ও অপরাধী" অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করছে।

চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে ‘মাকসুদ-মাসুদ’ প্যানেলের মামলা

পেনসিলভানিয়ায় পুনরায় নির্বাচন ও ‘তাহের-আরিফ’ নেতৃত্বাধীন কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা দাবী

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামের প্রবাসীদের অন্যতম সংগঠন চট্টগ্রা, এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক আবারও মামলার কবলে। মূলত; গেলো বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচন ঘিরে বিভক্ত চট্টগ্রামবাসী বিভক্ত হয়ে পড়ার পর এবার মামলার কবলে পড়লো। বিগত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘মাকসুদ-মাসুদ’ প্যানেলের পক্ষ থেকে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট অব দ্য স্টেট অব নিউইয়র্ক কাউন্টি অব কিংসে এই মামলা দায়ের করা হয়। মামলার ইনডেক্স নম্বর হচ্ছে ৫৩৫১৪৬/২০২৪। মামলায় পেনসিলভানিয়ায় পুনরায় নির্বাচনের দাবী ছাড়াও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিজয়ী ঘোষিত ‘তাহের-আরিফ’ নেতৃত্বাধীন কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করা এবং ৯ জন কর্মকর্তাসহ আরো দুটি প্রতিষ্ঠানকে বিবাদী করা হয়। মামলায় বিবাদী পক্ষকে এক মাসের মধ্যে মামলার জবাব দিতে বলা হয় বলে জানা গেছে।

উল্লেখিত মামলার বাদীরা হলেন- মাকসুদুল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ মাসুদ এইচ সিরাজী, মোহাম্মদ সুমন উদ্দীন, তমাল কান্তি চৌধুরী, শিমুল বড়ুয়া, মোহাম্মদ জে. আবেদীন, সুশান্ত দত্ত, এডি এ ওয়াদুদ, মোহাম্মদ জাহিদুল আলম, মোহাম্মদ এ হাবিব এবং মোহাম্মদ এম চৌধুরী।

অপরদিকে বিবাদীরা হলেন- ইলেকশন কমিশন অব চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক, ইনটার্ম এক্সিজিকিউটিভ অব চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা, এক্সিকিউটিভ কমিটি অব চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা, মোহাম্মদ এন আনোয়ার, মনির আহমেদ, ইলেকশন সার্ভিস ইউনাইটেড করপোরেশন, সান্দরা টোভিন, মোহাম্মদ আবু তাহের, শেখ এম খালেদ, শাহাব উদ্দিন সাগর, মোহাম্মদ এ হান্নান চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম ও রুহুল আমিন।

এদিকে এসোসিয়েশনের নির্বাচিত সভাপতি আবু তাহের ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য/মুখপাত্র সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর মিডিয়াকে জানিয়েছেন, তারা এখনো মামলার কোনো কাগজ পাননি। কাগজ পেলে তারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অপরদিকে মামলার মূল বাদী মাকসুদুল হক চৌধুরী জানান, আমাদের আইনজীবী জানিয়েছেন, তারা মামলার কাগজ সার্ভ করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনে দীর্ঘদিন থেকেই বিভক্তি আর অচলাবস্থা চলছে। কয়েক বছর আগে মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত এ সংগঠনকে উদ্ধারে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি করা হয়। অবেশেষে সেই কমিটি প্রচেষ্টায় ভোটার তালিকা এবং নির্বাচন কমিশন গঠন করে একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই নির্বাচন ‘তাহের-আরিফ’ ও ‘মাকসুদ-মাসুদ’ দুটো প্যানেল অংশগ্রহণ করে। উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২০ অক্টোবর সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং কানেকটিকাটের ৪ কেন্দ্রে দিনব্যাপী ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সবাই ছিলেন সন্তুষ্ট।

কিন্তু গোল বাধে ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোট। যে কারণে ভোট গণণা শেষেও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে পারেননি। তবে তারা অন্তর্বর্তী ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচন শেষে নিউইয়র্কের ব্রুকলীন কেন্দ্রে এই ফলাফল ঘোষণার পূর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শেখ এম খালেক বলেন, আমরা নির্বাচনের কোনো ফলাফল এই মুহূর্তে ঘোষণা করতে পারবো না। তবে এ পর্যন্ত কারা এগিয়ে আছেন সেই ঘোষণা আমরা দিতে পারবো। তিনি বলেন, ইউনাইটেড ভোটিং সার্ভিস (মেশিন কোম্পানী) আমাদের জানিয়েছেন, ৬টি চ্যালেঞ্জ ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত ছাড়া নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা যাবে না। এই সময় দুই প্যানেলের প্রার্থী, সমর্থক এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য যথাক্রমে শাহাব উদ্দিন সাগর, মোহাম্মদ এ হান্নান চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম এবং রুহুল আমিন উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে সকলে উপস্থিতেই শাহাব উদ্দিন সাগর কোন প্যানেলের কোন প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন এবং এগিয়ে রয়েছেন তা ঘোষণা করেন। সেই ফলাফলে সভাপতি পদে মাকুসুদল হক চৌধুরী মাত্র দুই ভোটে এগিয়ে ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম ২৫ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। ‘মাকসুদ-মাসুদ’ প্যানেল কার্যকরী পরিষদের সভাপতি পদ সহ ১৩ পদে এবং ‘তাহের-আরিফ’ প্যানেল সাধারণ সম্পাদক পদ সহ ৬ পদে এগিয়ে ছিলেন।

কয়েকদিন অপেক্ষার পর নির্বাচন কমিশন পূর্ব ঘোষীত অন্তবর্তী ফলাফলের স্থলে সভাপতি হিসেবে আবু তাহেরকে ঘোষণা করেন। এছাড়াও আরো কয়েকটি পদে ফলাফলের পরিবর্তন হয়। এতে ‘মাকসুদ-মাসুদ’ প্যানেলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন গত ৩ নভেম্বর ব্রুকলীনস্থ সমিতি ভবনে ‘তাহের-আরিফ’ প্যানেলের প্রার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এ নিয়ে উত্তেজনাও ছিলো, ছিলো পুলিশি উপস্থিতি। অন্যদিকে ‘মাকসুদ-মাসুদ’ প্যানেলের প্রার্থীরা ৫ নভেম্বর শপথ বাক্য পাঠ করেন। ফলে আবারো বিভক্ত হয়ে যায় চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন এবং বিভক্ত হয়েই কার্যক্রম চলতে থাকে।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ন্যায় বিচারের আশায় শেষ পর্যন্ত ‘মাকসুদ-মাসুদ’ প্যানেলের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হলো।

সংসদ নির্বাচন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এর পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন প্রাতরাশ বৈঠক করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে। বৈঠকটি মির্জা ফখরুলের গুলশানের বাসভবনে হয়। মির্জা ফখরুল ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসন ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ। প্রাতরাশ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের দুজন রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বৈঠক সম্পর্কে কেউই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।

বিএনপিদলীয় রাজনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি নির্বাচন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছে। বিএনপি দ্রুত নির্বাচন চায়। দলটি সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে কথা বলেছে।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক দিনের মাথায় এই ধারাবাহিক সংলাপ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সিরিজ বৈঠকের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হলো যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে আগ্রহী। বিশেষ করে আগামী নির্বাচন নিয়ে রাজনীতির মাঠে উত্তাপ শুরুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে এই সিরিজ বৈঠক অর্থবহ।

ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরুর বিষয় নিশ্চিত করে দেওয়া এক মিডিয়া নোটে বলেছে, ‘ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স অ্যাম্বাসাডর ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন রাজনৈতিক দলগুলোর পরিকল্পনা এবং অবস্থানগুলোকে আরও ভালোভাবে বুঝতে দলীয় নেতানেত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করছেন, যা মিশনের চলমান কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।’

এর আগে ২০ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন সিডিএ ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। ওই বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমরা জাতি হিসেবে আপনার সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে সমর্থন দিতে প্রস্তুত রয়েছি।’ বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের চলমান সংস্কার কার্যক্রম, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের ওপর রাজনৈতিক ঐকমত্য গঠনের প্রচেষ্টা এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জুলাই ঘোষণাপত্রের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তিনি আশা করছেন রাজনৈতিক দলগুলো ফেব্রুয়ারির শুরুতে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাবে।

এদিকে ঢাকায় সম্প্রতি বিএনপির নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে চীন ও সিঙ্গাপুরের কূটনীতিকদের। এ সময়ও যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে তাদের আলাপ হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক দিন আগে বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তারা প্রত্যাশা করছে, যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা হবে। এর মধ্য দিয়ে শুধু দেশের রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই নয়, বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকেও বাংলাদেশে দ্রুত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বার্তা উঠে এসেছে।

কূটনৈতিক সূত্র বলছে, ড. ইউনূসের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বেশিরভাগ দেশই সরকারের সংস্কারপদ্ধতির ওপর জোর সমর্থন দিচ্ছে। হাসিনা সরকারের দুর্নীতির বিষয়ে সরকারকে সমর্থন করে। তবে আন্তর্জাতিক মহল শুরু থেকেই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের কথা বলে আসছে। সংস্কার ইস্যুতে সরকারের সময় নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি বিদেশিরা। প্রয়োজনীয় সময়ের পক্ষেই ছিল তাদের অবস্থান। কিন্তু দুই মাস ধরেই সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুত নির্বাচনের বিষয়ে কূটনৈতিক চ্যানেলে আলাপ-আলোচনা জোরালো হচ্ছে।

এদিকে সম্প্রতি বেলজিয়ামভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) অন্তর্বর্তী সরকারের গত পাঁচ মাসের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছে। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে আইসিজি বলছে, ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন সরকারের মধুচন্দ্রিমা শেষ। এখন চাপ বাড়ছে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। শুধু প্রতিশ্রুত সংস্কার নয়, শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্যও সরকারের ওপর জনগণের চাপ বেড়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এখন অন্যতম বড় ইস্যুটি হলো জাতীয় নির্বাচনের তফসিল। ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য বিএনপির দিক থেকে চাপ ছিল। তবে ড. ইউনূস জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। নির্বাচন যতই দূরে থাকুক তা ইতিমধ্যে বিএনপি, অন্যান্য রাজনৈতিক দল (যেমন জামায়াতে ইসলামী) এবং ছাত্রনেতাদের মধ্যে একটা আলোড়ন তুলেছে। আইসিজি বলছে, আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি এখন দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দলটিকে অপেক্ষমাণ সরকার হিসেবে দেখা হচ্ছে।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

উড়োজাহাজ-হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত



ক্যাপ্টেন জোনাথন জে. ক্যাম্পোস

সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হওয়া যাত্রীবাহী উড়োজাহাজটির ক্যাপ্টেন ছিলেন জোনাথন জে. ক্যাম্পোস। আট বছর ধরে পিএসএ এয়ারলাইনসে কর্মরত ছিলেন ৩৪ বছর বয়সী ক্যাম্পোস। নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বেড়ে ওঠা তাঁর। ক্যাম্পোসের খালা বেভারলি লেন নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, 'তিন বছর বয়স থেকে পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখত ক্যাম্পোস। সে স্বাধীন হতে চেয়েছিল, পাখির মতো উড়তে চেয়েছিল।'

পাইলট স্যাম লিলি

২৮ বছর বয়সী পাইলট স্যাম লিলি। তাঁর বাবা টিম লিলি নিউজনেশনকে বলেন, 'জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা পার করছিল স্যাম। তার স্বপ্ন ছিল পাইলট হওয়া। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাইলটের লাইসেন্স পেয়েছিল সে। শিগগির বিয়ের পরিকল্পনা ছিল তার।'

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ইয়ান এপস্টেইন

উড়োজাহাজটির ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন ইয়ান এপস্টেইন। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের কাজটি উপভোগ করতেন। কারণ, তিনি ছিলেন ভ্রমণপ্রিয়। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন তিনি। পরিবারকে খুব ভালোবাসতেন ৫৩ বছর বয়সী ইয়ান।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ডানেসিয়া এন্ডার

সংবাদমাধ্যমকে ডানেসিয়া এন্ডারের পরিবার নিশ্চিত করেছে, তিনি ওই উড়োজাহাজে ছিলেন। উত্তর ক্যারোলাইনার শার্লোটের বাসিন্দা তিনি। তাঁর পরিবার জানায়, ডানেসিয়া স্ত্রী, অভিভাবক, বন্ধু হিসেবে দারুণ মানুষ ছিলেন। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট হওয়া তাঁর স্বপ্ন ছিল।

ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের ক্রু চিফ রায়ান ও'হারা

সিবিএস নিউজ জানায়, সামরিক বাহিনীর ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের ক্রু চিফ ছিলেন ২৯ বছর বয়সী রায়ান ও'হারা। স্থানীয় রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং কর্পস (আরওটিসি) সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। তাঁর স্ত্রী ও এক বছর বয়সী ছেলে আছে। ও'হারা আরওটিসির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মিসিসিপির চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার ২ অ্যান্ড্রু ইভস

মিসিসিপি গভর্নর টেট রিভস নিশ্চিত করেছেন, চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার ২ অ্যান্ড্রু ইভস এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। অ্যান্ড্রু ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের পাইলট ছিলেন তাঁর স্ত্রী ক্যারি ইভস। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আপনারা আমাদের পরিবার ও বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করুন। আজ যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁদের পরিবারের জন্যও প্রার্থনা করুন। আমরা শোক প্রকাশ করে শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি।'

আইস স্কেটারদের ১৪ জনের দল

যাত্রীবাহী উড়োজাহাজটিতে স্কেট ক্যাম্পফেরত আইস স্কেটার, কোচসহ ১৪ জনের একটি দল ছিল। এ দলে ছিলেন রাশিয়ার জনপ্রিয় আইস স্কেটার এভজেনিয়া শিষকোভা ও ভাদিম নাউমভ। তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ক্রেমলিন। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী এই অবসরপ্রাপ্ত রুশ স্কেটার জুটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েছিলেন।

দলটিতে আরও ছিলেন ১৬ বছর বয়সী আইস স্কেটার স্পেনসার লেন ও তাঁর মা ক্রিস্টিন লেন (৪৯)। এ ছাড়া ১৩ বছর বয়সী জিন্না হানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা জিন। মার্কিন স্কেটার ১২ বছর বয়সী অলিভিয়া টের উড়োজাহাজটিতে ছিলেন বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা অলিভিয়া তাঁর প্রতিভা, দৃঢ়তা ও খেলুড়ে মানসিকতার জন্য সবার অনুপ্রেরণা ছিল।

আইস স্কেটার কোরি হাইনোস, তাঁর বাবা রজার হাইনোস ও মা স্টেফানি ব্র্যানটন হাইনোসের সঙ্গে ইউএস আইস স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোরির পরিবারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে তাঁর এক স্বজন বলেন, কোরি অসাধারণ স্কেটার ছিলেন। তাঁরা আশা করছিলেন, তিনি শিগগির অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

অধ্যাপক কিয়া ডাগগিনস

হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় অধ্যাপক কিয়া ডাগগিনস মারা গেছেন। তিনি একজন নাগরিক অধিকার আইনজীবী ছিলেন। আগামী শরতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল ফ্যাকাল্টিতে পাঠদান শুরুর কথা ছিল তাঁর। টেনেসি, টেক্সাস ও ওয়াশিংটন ডিসিতে অবৈধ পুলিশিং এবং অর্থের বিনিময়ে অবৈধ জামিন প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তিনি।

আইনজীবী সারা লি বেস্ট ও এলিজাবেথ কিজ

ওয়াশিংটনে দুজন আইনজীবী ওই উড়োজাহাজে ছিলেন বলে তাঁদের প্রিয়জনেরা নিশ্চিত করেছেন। নিহত সারা লি বেস্ট ও এলিজাবেথ কিজ উইলকিনসন স্টেকলোফ প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে কর্মরত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা বেথ উইলকিনসন এক বিবৃতিতে বলেন, 'তাঁরা আইনজীবী, সহকর্মী ও বন্ধু হিসেবে চমৎকার ছিলেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা।'

৩৩ বছর বয়সী সারা লি বেস্টের স্বামী ড্যানিয়েল সলোমন ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, তাঁরা দশম বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপনে হাওয়াই যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন।

আইনজীবী এলিজাবেথ কিজের (৩৩) বন্ধু ডেভিড সাইডম্যান জানান, জন্মদিনের দিনেই মৃত্যু হলো এলিজাবেথের।

আসরা হুসেন রজা

ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা ২৬ বছর বয়সী আসরা হুসেন রজা ওই উড়োজাহাজে ছিলেন বলে নিশ্চিত করেন তাঁর স্বামী হামাদ রজা। তিনি বলেন, আসরা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর করেছিলেন। তিনি একটি হাসপাতালকে সহায়তা করতে গিয়েছিলেন। আসরা তাঁর কাজকে খুব ভালোবাসতেন।

ফিলিপাইনের পুলিশ কর্মকর্তা পারগেন্টিনো এন. মালাবেদফিলিপাইন পুলিশ নিশ্চিত করেছে, তাদের এক কর্মকর্তা কর্নেল পারগেন্টিনো এন. মালাবেদ ওই উড়োজাহাজে ছিলেন। পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, পটোম্যাক নদী থেকে কর্নেল মালাবেদের পাসপোর্টসহ একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ফিলিপাইনের পুলিশের জন্য পুলিশ ভেস্ট পরীক্ষা করতে মালাবেদ দুজন অফিসারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনে ফিলিপাইনের দূতাবাসে যাচ্ছিলেন তিনি।

কেসি ক্রাফটন

কানেটিকাটের সেলেম লিটল লিগ নামের একটি বেসবল ক্লাবের কোচ ছিলেন কেসি ক্রাফটন। রাজ্যটির গভর্নর নেড লামন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। সেলেম লিটল লিগ এক বিবৃতিতে বলেছে, ক্রাফটন পরিবার সেলেমের সবকিছুর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। পরিবারটির অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁরা দুঃখিত।

এ ছাড়া একসঙ্গে শিকার ভ্রমণে যাওয়া ছয় বন্ধু ওই উড়োজাহাজে ছিলেন বলে জানিয়েছে তাঁদের পরিবার। তাঁদের মধ্যে মাইকেল স্টোভাল ও জেসি পিচার নামের দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীদের মিলন মেলা

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশে সফররত যুক্তরাষ্ট্রের বিএনপি, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর), যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও কানাডার মন্ট্রিল বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের মিলন মেলা ও ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত হলো ঢাকায়। বুধবার (২৯ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় ঢাকার অভিজাত গুলশান ক্লাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মীদের সাথে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র শীর্ষ স্থানীয় ডজনাধিক নেতা।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও সাবেক ডাকসু জিএস খায়রুল কবীর খোকন, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম, কণ্ঠশিল্পী বেবি নাজনীন, খন্দোকার আব্দুল মুক্তাদির এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুর হক চৌধুরী, বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাঈদ সোহরাব, সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস, সাবেক সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী মনি, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নিরব, যুবদলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ সভাপতি রেজাউল কবির পল, বিএনপির নির্বাহী সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়াও খোশ-গল্প, আর রাজনৈতিক স্মৃতিচারণ করে মনোজ্ঞ সময় অতিবাহিত করেন। কেউ কেউ আলোচনা করেন রাজনৈতিক পরবর্তী কর্মসূচী আর কৌশল নিয়ে।

অনুষ্ঠানে সকলের পক্ষ থেকে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মীর্জা আব্বাস ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এসময় মির্জা আব্বাস বলেন "দল এখনও নানামুখী ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশে-বিদেশে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে।

আব্দুস সালাম বলেন, বিএনপি দেশের প্রধান ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। দলের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কর্মকান্ডেরও প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশাল এলইডি স্ক্রিনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র আন্দোলনের বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শিত এবং সতল নেতাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা লালবাগের সাবেক কমিশনার মোশাররফ হোসেন খোকন, যুবদল সাবেক কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহসভাপতি মামুন আহসান, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাসুদ আহমেদ মিলন ও কামাল উদ্দিন, যুবদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেল, জিয়াউল হাসান মুন্না, পটুয়াখালীর সাবেক মেয়র পিনু, মিসেস বরকতউল্লাহ বুলু, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা গোলাম রাব্বানী, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন, যুবনেতা সানিয়াত প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রবাসী বিএনপির নেতৃবৃন্দ আয়োজিত অনুষ্ঠানে জিল্লুর রহমান জিল্লু সহ আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান মিল্টন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক মর্যাদায়) আবু সাঈদ আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, মন্ট্রিল বিএনপি'র সভাপতি এজাজ আহমেদ তৌফিক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দীন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সাবেক সভাপতি শরীফ লস্কর, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সভাপতি আতাউর রহমান আতা, বিএনপি নেতা আমিনুল ইসলাম স্বপন, এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, কামাল উদ্দিন, লিয়াকত আলী, সৈয়দ এনাম আহমেদ, শাহবাজ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম মনির, আশফাক আহমেদ জামি, হযরত আলী, হাসান আহমেদ, সিদ্দীক পাটোয়ারী, জহির খান, মুক্তিযোদ্ধা সেলিম, সাজেদুল ইসলাম অরিক, বাদল মীর্জা, শহীদ লস্কর প্রমুখ।

পাঁচ মাসে দেশে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিপ্লবের রক্ত ঋণ শোধ করার অদম্য আগ্রহ, সুস্থধারার রাজনীতি ও সত্যের প্রতি অবিচল-নিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করে জাগ্রত পার্টি। পরে কণ্ঠভোটে প্রকৌশলী ইকরামুল খান চেয়ারম্যান ও আবুল কালাম আজাদ মহাসচিব নির্বাচিত হন। দলটির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ইসরাফিল খান এবং অশোক কুমার ঘোষকে নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৬ নভেম্বর গাজীপুর মহানগরের টঙ্গী এলাকার সাবেক ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ মুক্তির ডাক ৭১' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ছাত্রলীগের আবরণে গোপনীয়তার সঙ্গে ঢাকার একটি রেস্টুরেন্টে দলটির উন্মোচন ঘটে। সংগঠনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয় আল রিয়াদ-আদনান অন্তর, মহাসচিবের পদ দেয়া হয় খলিলুল্লাহ গাজীকে। এ ছাড়া হুমায়ুন কবিরকে দলটির মুখপাত্র করা হয়। সংগঠনের মূল লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সংবিধান, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সুরক্ষিত এবং মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানকে সমুন্নত রাখা।

১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি) নামে আরও একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ। অনুষ্ঠানে দলটি ৭১ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক করা হয় লন্ডন প্রবাসী মো. সোহেল রানাকে।

২৭শে সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 'সার্বভৌমত্ব আন্দোলন'। রাজনৈতিক দলটির প্রাথমিক পর্যায়ে ৭ জনকে উপদেষ্টা করা হয়। তারা হলেন- কর্নেল (অব.) মশিউজ্জামান, সাবেক রাষ্ট্রদূত সাকিব আলী, হেলাল উদ্দিন, ফজলুল সাত্তার, ড. মেজর (অব.) সিদ্দিক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) তোফায়েল এবং এআইজি (অব.) মালেক খসরু। এ ছাড়া ১০ জনকে সংগঠক ও ৮৩ জনকে সহ-সংগঠক করা হয়। নির্বাচন বা ক্ষমতার জন্য নয়, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, রাষ্ট্র বিনির্মাণে ও দেশ পুনর্গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে দলটির তরফ থেকে জানানো হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে আত্মপ্রকাশ করে 'বাংলাদেশ জনপ্রিয় পার্টি' (বিপিপি)। গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রত্যয় নিয়ে দলটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মো. সিরাজুল ইসলাম ও যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন মো. বকুল হোসেন হৃদয়। কমিটিতে ১৫ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে। এ ছাড়া দলটির ২০ জন সদস্য রয়েছেন।

২০ সেপ্টেম্বর 'সমতা পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। ওইদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে হানিফ বাংলাদেশিকে আহ্বায়ক করে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করে দলটি।

১৯ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করে ওয়ার্ল্ড মুসলিম কমিউনিটি। জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করে দলটি। হাফেজ মাওলানা মাহমুদ আব্বাসকে আহ্বায়ক ও হাফেজ মাওলানা ইলিয়াস হোসাইনকে সদস্য সচিব করে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে দলটি।

৮ সেপ্টেম্বর 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঢাকার একটি হোটেলে দলের চেয়ারম্যান এস এম শাহাদাত নতুন এই দলের ঘোষণা দেন। ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটিতে সাইফুল আলমকে মহাসচিব এবং মীর আমির হোসেন আমুকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। তারা জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটভুক্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) থেকে বের হয়ে এসে নতুন এই রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এস এম শাহাদাত জাগপা'র সাধারণ সম্পাদক, সাইফুল আলম যুগ্ম সম্পাদক এবং মীর আমু যুব জাগপা'র সভাপতি ছিলেন।

২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে আত্মপ্রকাশ করে 'নিউক্লিয়াস পার্টি অব বাংলাদেশ' (এনপিবি) নামে রাজনৈতিক দল। বৈষম্যমুক্ত ও নিরাপদ বসবাসযোগ্য রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে দলটির আহ্বায়ক হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসাইন। সদস্য সচিব করা হয় ক্রিমিনোলজিস্ট এসএসডি জিদানকে। এ ছাড়া ২৩শে আগস্ট প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইফতেখার আহমেদ খানকে দলটির মুখপাত্র করা হয়। এই দলটির সদস্য সংখ্যা ৩ জন।

রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও এসময়ে দু'টি রাজনৈতিক জোট আত্মপ্রকাশ করেছে। ৩১শে আগস্ট 'জাতীয় জনতার জোট' নামে একটি রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে ৬টি দল মিলে নতুন এই জোটের ঘোষণা দেয়।

১৫ নভেম্বর ৫টি রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'বিপ্লবী গণজোট'। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঢাকার শিশু কল্যাণ পরিষদে এই জোট গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

বদলি বাণিজ্যে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন অধ্যাপকের ক্ষেত্রে। ওই অধ্যাপককে বদলি করা হয় যশোরে। যশোর থেকে একদল চিকিৎসক ঘোষণা দিয়ে এর বিরোধিতা করেন। আওয়ামী লীগপন্থি অনেক চিকিৎসক আবার ঢাকায় আনা হচ্ছে টাকার মাধ্যমে। এমনই এক চিকিৎসক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহীদ। তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে (মিটফোর্ড হাসপাতাল) কাজ করতেন। বিভিন্ন সময় বিএনপিপন্থি চিকিৎসকদের মারধর করেছেন তিনি। জুলাই বিপ্লবের পর তাঁকে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বদলি করা হয়। পাঁচ মাস পর তাঁকে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছে। এখানেও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে মোহাম্মদ শাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কর্মস্থলে যোগ দিতে বিশেষ বার্তা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে বদলি করা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়িত কর্মস্থলে যোগদানের বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এমনকি বিনা ব্যর্থতায় ছাড়পত্র গ্রহণ ও যোগদান সম্পন্নের প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. এ বি এম আবু হানিফ। পাশাপাশি পরিস্থিতি উত্তরণে ৯টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর পর কিছু চিকিৎসক কর্মস্থলে যোগ দিলেও এখনও একটি বড় অংশ কর্মস্থলে যোগ দেননি।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবু জাফর কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে সারাদেশের সরকারি হাসপাতালে সুচিকিৎসা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা রয়েছে বলে জানান তিনি।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেন, বদলি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত যেসব ব্যক্তির নাম এসেছে, তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বন্ধে যে দেশগুলো বিপাকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন। সেই আদেশেই বিদেশি সহযোগিতা বন্ধের বিষয়টি সামনে আসে। এতে বলা হয়, ৯০ দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে সব ধরনের সহায়তা কার্যক্রম স্থগিত করেছে এবং নতুন সাহায্য অনুমোদন বন্ধ রেখেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই আদেশের ফলে অনেক দেশের 'মাথায় হঠাৎ করে বাজ পড়েছে'। অনেক দেশেই দেখা দিয়েছে উদ্বেগ, কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিতে ধসের।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার দেওয়া তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্র ২০২৩ সালে প্রায় ১৮০ দেশে ৭ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা দিয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি সহায়তা কেবল যে মানবিক সহায়তা তা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য বহুবিধ। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, ৯০ দিন পর তারা এই কর্মসূচি পর্যালোচনা করবে। অর্থাৎ সহায়তা হয়তো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, এই পর্যালোচনা ৮৫ দিনের মধ্যে শেষ হবে এবং তা নিশ্চিত করবে যে সব সাহায্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করছে।

তিনি আরও বলেছেন, 'বিদেশে আমাদের ব্যয় শুধু তখনই হওয়া উচিত, যদি তা আমেরিকাকে নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে।'

তবে জরুরি খাদ্য সহায়তার জন্য তিনি ছাড়পত্র জারি দিয়েছেন। অর্থাৎ গাজা ও অন্যান্য যে সব জায়গায় খাদ্য সংকট চলছে সেখানে জরুরি খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপটি এমন একটি সময়ে এসেছে, যখন গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অস্ত্রবিরতির পর মানবিক সাহায্য বৃদ্ধি পেয়েছে ও সুদানের মতো বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকটের ঘটনা চলছে।

সেন্টার ফর গ ।বাল ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ফেলো র ্যাচেল বনিফিল্ড আন্তর্জাতিক একটি গণমাধ্যমকে বলেছেন, এ সহায়তা বন্ধের বিষয়টি ইঙ্গিত দেয় যে, সব প্রোগ্রাম ভালো কাজ করে না এবং বন্ধ করা যেতে পারে।



দিন বিদেশে সহায়তা বন্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন।

তবে অনেকে বলছেন, উন্নয়ন সহায়তা বন্ধ হলে বিশ্বের অনেক দরিদ্র দেশ বিপাকে পড়বে। তবে সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়বে কোন দেশ, তা বিশ্লেষণ করা যাক-

২০২৩ সালে বিদেশি সহায়তাপ্রাপ্ত শীর্ষ দেশগুলো

যুক্তরাষ্ট্র ২০২৩ সালে প্রায় ১৮০ দেশে ৭ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা দিয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৬ হাজার ৪০০ কোটি ডলার অর্থনৈতিক সহায়তা এবং ৮ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তাপ্রাপ্ত শীর্ষ দেশগুলো হলো- ইউক্রেন, ইসরায়েল, ইথিওপিয়া, জর্ডান, মিশর, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, সিরিয়া, কেনিয়া, ইয়েমেন, দক্ষিণ সুদান, উগান্ডা, কলম্বিয়া, মোজাম্বিক, তাঞ্জানিয়া, লেবানন, ইরাক এবং বাংলাদেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কোন দেশ কতটুকু পায়

২০২৩ সালে মার্কিন সহায়তার একটি বড় অংশ অর্থনৈতিক সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়েছিল, যা প্রায় ৫৯ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। যেখানে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) থেকে ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে ১৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সহায়তা পেয়েছে জর্ডান। ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) থেকে দেশটি অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছে ৭৭০ মিলিয়ন ডলার। এরপর পর্যায়ক্রমে ইয়েমেন এবং আফগানিস্তান ৩৫৯ দশমিক ৯ মিলিয়ন এবং ৩৩২ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফেডারেল বিভাগ যেমন পেন্টাগন এবং ইউএসএআইডি-এর মতো সংস্থার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। যেখানে সর্বোচ্চ ৪২ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার রয়েছে। এরপর স্টেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ১৯ বিলিয়ন ডলার এবং ট্রেজারি থেকে ২ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলারের তহবিল রয়েছে।

সেক্টর অনুয়ায়ী, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি তহবিল দেওয়া হয় ১৯ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তহবিল দেওয়া হয় স্বাস্থ্যে ১৬ বিলিয়ন ডলার এবং মানবিক সহায়তায় ১৫ দশমিক ৬ বিলিয়ন দেওয়া হয়।

এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে তার মিত্রদের সামরিক সহায়তায় ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। যার অর্ধেকের বেশি ইসরায়েল এবং মিশর পেয়েছে।

বাংলাদেশ কতটা সহায়তা পেত

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশকে প্রতিবছর দেয়া সহায়তার পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। এর আগের বছরগুলোতে আড়াইশো থেকে তিনশো মিলিয়ন ডলারের যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পেয়েছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ২০২৪ সালে এই সংখ্যাটা প্রায় ৪৯০ মিলিয়ন ডলার।

ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট বা ইউএসএইড এর তথ্য বলছে, এই অর্থ যেসব খাতে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা, পরিবেশ ও জ্বালানি এবং মানবিক সহায়তা। এছাড়া, রোহিঙ্গাদের জরুরি সহায়তার জন্যও বরাদ্দ ছিল এতে।

অন্যান্য বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেলেও রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের অর্থায়ন বজায় থাকবে, ইউএসইডের বরাতে এমনটি জানিয়েছে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি সহায়তা বন্ধের প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি সহায়তা বন্ধের প্রভাব পড়েছে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং ব্যয় কমাতে শুরু করেছে তারা। এতে বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ ও স্থগিত করেছে উন্নয়ন সংস্থাগুলো।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি কর্মীদের রাতারাতি ইমেইল করেছেন এবং ব্যয় কমাতে নির্দেশ দিয়েছেন। দ্য গার্ডিয়ানকে একটি মেইলে তিনি বলেন, 'আমাদের অবশ্যই আগামী কয়েক সপ্তাহ খুব সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। যাতে করে শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুত মানুষদের ওপর অর্থায়নের অনিশ্চয়তার প্রভাব প্রশমিত করতে সহায়তা করে।'

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা, যেটি গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে ২ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে। যাতে করে অন্তত ১০০টি দেশ ১২২ মিলিয়ন মানুষকে জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান করতে পেরেছে।

সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, এই অর্থায়ন স্থগিতের প্রভাব ইউক্রেনেও পড়তে পারে। যেখানে আগে থেকে প্রচুর অস্ত্র সহযোগিতা দেয়া হয়েছিল। সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সময়ে ইউক্রেন অস্ত্র সহায়তায় বড় অংকের সহযোগিতা পেয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে ইউএসএইড মিশনের সাবেক পরিচালক ডেভ হার্ডেন বলেছেন, এই পদক্ষেপ 'অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ', যা বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে মানবিক এবং উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচিগুলোকে স্থগিত করে দিতে পারে।

তিনি জানান, বিদেশি সহায়তা বন্ধের এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং আশ্রয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পে পড়তে পারে।

'এটি শুধু সাহায্য স্থগিতই নয়, বরং ইতোমধ্যে দেশটির অর্থায়নে চলমান চুক্তিগুলোর কাজ বন্ধেরও নির্দেশ প্রদান করে', যোগ করেন তিনি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক এক সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই নোটিশ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে বিদেশি সাহায্য কর্মসূচির ওপর অনেক বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

'বিশ্বজুড়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ার কথাটি একবার ভাবুন। এটি অনেক বড় একটি বিষয়', বলেন জশ পল।

এদিকে কর্মসূচির ব্যাপ্তি ও বিপুল কর্মীসংখ্যার কারণে বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি ও অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে পরিচিত ব্র্যাক। বাংলাদেশ ভিত্তিক সংস্থাটির কাজ রয়েছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে। যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার পর বাংলাদেশসহ মোট চারটি দেশে নয়টি কর্মসূচি স্থগিত করেছে সংস্থাটি।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ বলেন, 'বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নের ছয়টি প্রকল্প স্থগিত করেছেন তারা। এর মধ্যে তিনটি প্রোজেক্ট সরাসরি আমরা বাস্তবায়ন করি, তিনটি অন্য এনজিও দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছিল।'

যুক্তরাষ্ট্রের তহবিলের ওপর নির্ভরশীল আরেকটি উন্নয়ন সংস্থার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, 'তাদের দুইটি প্রকল্প আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কয়েকজনকে হোম অফিস করতে বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সবার মধ্যে।' সূত্র বিবিসি

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইসেন্স পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখায় যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

(Operate by JH office)



বাসা থেকে শিক্ষার্থীর এক ট্রপ ২টি লেসন প্রকল্পে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

ছাত্রলীগের ‘ভয়ংকররূপে’ ফেরার বার্তা কী বার্তা দেয়?

অনি আতিকুর রহমান

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ও দেশত্যাগের পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আওয়ামী দুর্গ। গা-ঢাকা দেন দলটির নেতারা। আত্মগোপনে চলে যান অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীও। অফলাইন-অনলাইন কোনো জায়গায় যেন তারা নেই। সম্প্রতি সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে দলটির নেতাকর্মীর মধ্যে। যদিও এটিকে ‘সক্রিয়’ হওয়ার চেষ্টা বলে, নাকি অন্য কিছু তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

যেমন, আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগ। ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় বেসামরিক ফ্রন্ট থেকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখা এ সংগঠন ছিল কার্যত শেখ হাসিনার ‘লাঠিয়াল বাহিনী’। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেখানে অকার্যকর, সেখানে নামিয়ে দেওয়া হতো ছাত্রলীগকে। ফলে আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের তালিকা দীর্ঘ হলেও দলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছিল ছাত্র সংগঠনটি। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের নৈকট্য ছাত্রলীগকে করে তুলেছিল আরও বেপরোয়া।

পেশায় ছাত্র হলেও সংগঠনটির কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতারা করতেন বিলাসবহুল জীবনযাপন। হল ছেড়ে থাকতেন অভিজাত পাড়ায়; চলতেন দামি গাড়িতে। তবে আওয়ামী লীগের পতনের পর ছাত্রলীগ নেতাদের আলিশান জীবন ও ক্ষমতার দাপট রাতারাতি শূন্যে মিলিয়ে যায়। জনরোষ ও গ্রেপ্তার এড়াতে বেছে নিতে হয় আত্মগোপনের পথ।

অনভ্যস্ত এই জীবন নিয়ে সংক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ আড়াল থেকেই দেওয়া শুরু করেছে হুমকি-ধমকি। সংগঠনটির ভাষ্য, তারা ফিরতে চায় ‘আরও ভয়ংকররূপে’। আর ফেরার প্রথম ধাপ হিসেবে বেছে নিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো। বিভিন্ন কলেজ, সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল এমনকি ফার্মেসির ডিজিটাল স্ক্রিনে তারা ভয়ংকররূপে ফেরার বার্তা প্রচার করে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। জুলাইয়ের গ্রাফিতি মুছে সেখানেও লেখা হচ্ছে এই বার্তা। শুধু তাই নয়; সমবয়কদের উদ্দেশে পাঠাচ্ছে হত্যার হুমকি।



জুলাই অভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের রক্ত ও অঙ্গহানির জন্য দায়ী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর মধ্যে অনুশোচনা তো নেই-ই। তার ওপর ভয়ংকররূপে ফেরার বার্তা। প্রশ্ন হচ্ছে, সংগঠনটির এমন ঔদ্ধত্য কি আমলে নেওয়ার দরকার আছে? এর উত্তর হ্যাঁ, আছে।

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের পতন হয়েছে; ছাত্রদের নেতৃত্বের কাছে পরাজিত এই দুঃখ নিশ্চয় তিনি বা আওয়ামী লীগ ভুলে যায়নি। আর অতীতের মতো বিরোধী পক্ষ ‘মোকাবিলা’ করতে ছাত্রলীগই ভরসা। ফলে সংগঠনটির হম্বিতম্বিকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। স্বীকার্য, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলনে গৌরবময় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু নব্বই দশকের পর তারা আওয়ামী লীগের ‘লাঠিয়াল বাহিনী’ হয়ে ওঠে। বিশেষত দল ক্ষমতায় থাকাকালে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, সহিংসতার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এ সংগঠনের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে।

সংবাদমাধ্যমের তথ্য বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ছাত্রলীগের হামলায় কমপক্ষে ১৬২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে কয়েক হাজার। এ সময়ের মধ্যে শুধু নিজেদের অন্তর্কোন্দলে ৫৫ জন কর্মী নিহত হয়েছে। জুলাই-আগস্ট গণআন্দোলনকালে ছাত্রলীগের ভূমিকার কথা আগেই বলেছি।

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে হল দখল, ক্যাম্পাসে আধিপত্য, সিট বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, ফাউ খাওয়া, চাঁদাবাজির অভিযোগও নিত্যদিনের ঘটনা। বুয়েটে আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা, দর্জি বিশ্বজিৎ দাসকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা, হলের সিট নিয়ে দ্বন্দ্বে ঢাবি শিক্ষার্থী আবু বকরকে হত্যা, ডেলিভারিম্যান নাহিদ হোসেনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা, নিজেদের দু’পক্ষের কোন্দলে জাবি ছাত্রলীগ কর্মী জুবায়েরকে হত্যা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদ ইবনে মমতাজকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা; সব শেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে তোফাজ্জল হোসেন হত্যাকাণ্ডেও ছাত্রলীগের ছয়জনের নাম উঠে এসেছে।

ভুলে যাওয়া কঠিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা জসিমউদ্দিন মানিক ‘ধর্ষণের সেঞ্চুরি’ পালন করেছিল। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলপরী নির্যাতন, ২০১৫ সালে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে নারীদের যৌন হয়রানি, সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে গৃহবধূ ধর্ষণের অভিযোগ মিডিয়ায় এসেছে। আরও অনেক খবর হয়তো মিডিয়ায় আসেনি।

এ ছাড়া গেস্টরুম নির্যাতন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, কোটা সংস্কার আন্দোলনে হামলা এবং বিভিন্ন সময় সাংবাদিক নির্যাতনে ছাত্রলীগের নাম জড়িত। অপকর্মের এই ইতিহাস যে সংগঠনের রয়েছে, তার ভয়ংকররূপে ফেরার হুমকি আমাদের শঙ্কিত করে বৈ কি।

ক’মাস আগেও আমাদের শুনতে হতো, দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সংগঠন ছাত্রলীগ। কিন্তু বাস্তবে জোরপূর্বক মিছিলে নিয়ে গিয়ে সংগঠনের কলেবর বাড়ানো হতো। তারা বলত, শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির মশালবাহী সংগঠন ছাত্রলীগ। বাস্তবে ছিল অর্থ, অস্ত্র আর মাদকের ছড়াছড়ি।

২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার। এত বড় সংগঠন কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর কার্যত কোনো প্রতিবাদ মিছিলও করতে পারেনি তারা। ফলে চোরাগোপ্তা পথ বেছে নিতে পারে আদর্শচ্যুত সংগঠনটি। সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

লেখক: সহসম্পাদক, সমকাল



SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I KJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MO AND FLOFR FL
NMLS NO. 1000789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6062	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-8790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে



আমরা কাইয়ে কথা বলি

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তারা

‘সু-নাগরিকদের জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা নেই’







নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের পুরনো সংগঠন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নব-নির্বাচিত কমিটির বর্ণিল অভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছে ৩১ জানুয়ারী। এদিন সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান প্যালেস পার্টি হলে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রেসক্লাব পরিবারের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশনের সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, কবি, লেখক, সংস্কৃতি এবং সমাজকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শতাধিক বালাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফারাহ হাসিন ও দর্পণ কবীরের সঞ্চালনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট-এর কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা এবং সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ।

অনুষ্ঠানে ২০২৫-২৬ মেয়াদে নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক ছাড়াও আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রের চলমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের সতর্ক ও সচেতন থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, মিডিয়ায় যেন যথাযথ তথ্যের খবর প্রকাশিত হয়। অভিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এমস সংবাদ প্রকাশে যেন মিডিয়াগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে। তারা আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত। আইন লংঘন করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না যে কোন সংস্থা। তবে অভিবাসীরা আইন লংঘন বা কোন অপরাধ যেন না করেন, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সু-নাগরিকদের জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রেসক্লাবের সাবেক ও বর্তমান সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ ও প্রধান অতিথিরা মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, এটর্নী মঈন চৌধুরী, উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মাদ সাঈদ, সাবেক সভাপতি ও দেশকণ্ঠের সম্পাদক দর্পণ কবীর, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক মঞ্জু, যুগ্ম সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক, বাংলা চ্যানেল-এর সিইও এবং রূপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সাবেক সদস্য প্রয়াত এ. হাই স্বপনের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে কবিতা আবৃত্তি করে ছোট্ট শিশু পর্ণা উত্তম সাহা, ভাষা সাহা এবং বায়োলিন পরিবেশন করেন প্রজ্ঞা উত্তম সাহা। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন কণ্ঠ শিল্পী অনীক রাজ, লিনি সাবরিন, কৃষ্ণা তিথি, নাজু আকন্দ ও চন্দন চৌধুরী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোস অমিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY

ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।

ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল’ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com

37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কে 'অ্যাটাব'র বার্ষিক সাধারণ সভা





(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংগঠনের সভাপতি ও কর্ণফুলী ট্রাভেলস'র স্বত্বাধিকারী মো: সেলিম (হারুন)। সঞ্চালনায় ছিলেন মোশারফ হোসেন। সহযোগিতায় ছিলেন অ্যাটাব এর জেনারেল সেক্রেটারি ও স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মাসুদ মোর্শেদ। রহমানিয়া ট্রাভেল'স এর স্বত্তাধিকারী মো: কে রহমান এর কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় । স্বাগত বক্তব্য রাখেন নাবিলা এয়ার ট্রাভেলস'র স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আজাদ কালাম।

বিপুল সংখ্যক ট্রাভেল এজেন্ট ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুরুতেই প্রেসিডেন্টের স্বাগত বক্তব্যের পর জেনারেল সেক্রেটারি তার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। সংগঠনের ট্রেজারার ও ওয়ার্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস'র স্বত্বাধিকারী মো: সামসুউদ্দিন বশির গত এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভায় তুলে ধরেন। আলোচনায় সংগঠনের সদস্যরা আগামী দিনের কার্যক্রমের কয়েকটি প্রস্তাবও তুলে ধরেন।সংগঠনের সদস্যদের মতামত ও বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট এবং আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন কণ্ঠভোটের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ সেলিম (হারুন) তার বক্তব্যে এজেন্টদের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার চিত্র তুলে ধরেন এবং আগামী দিনের কার্যক্রমেও সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

ট্রাভেল এজেন্টদের মধ্যে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন মেঘনা ট্রাভেলস'র মো: এম রহমান, বাংলা ট্রাভেলস'র মো: বেলায়েত হোসেন, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া'র নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রাভেলস'র জাফর ফেরদৌস, ইউনিভার্স ট্রাভেলস' এর রেজওয়ান মুন্না, সাফওয়ান ট্রাভেলস'র মো: আব্দুল খালেক, এংকর ট্রাভেলস'র এসএম উদ্দিন পিন্টু, জেট ট্রাভেলস'র মাসুদ রানা তপন, ট্রিপওয়ে ট্রাভেলস'র জাকির হোসেন বাচ্চু, ফ্লাই হিট ট্রাভেলস' এর তাহমিনা বেগম, নাজমা ট্রাভেলস'র রোকেয়া বেগম নাজমা প্রমুখ। নৈশ ভোজের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘটে।

নিউইয়র্কে সাউথ এশিয়ান রিয়েলটদের মিলনমেলা



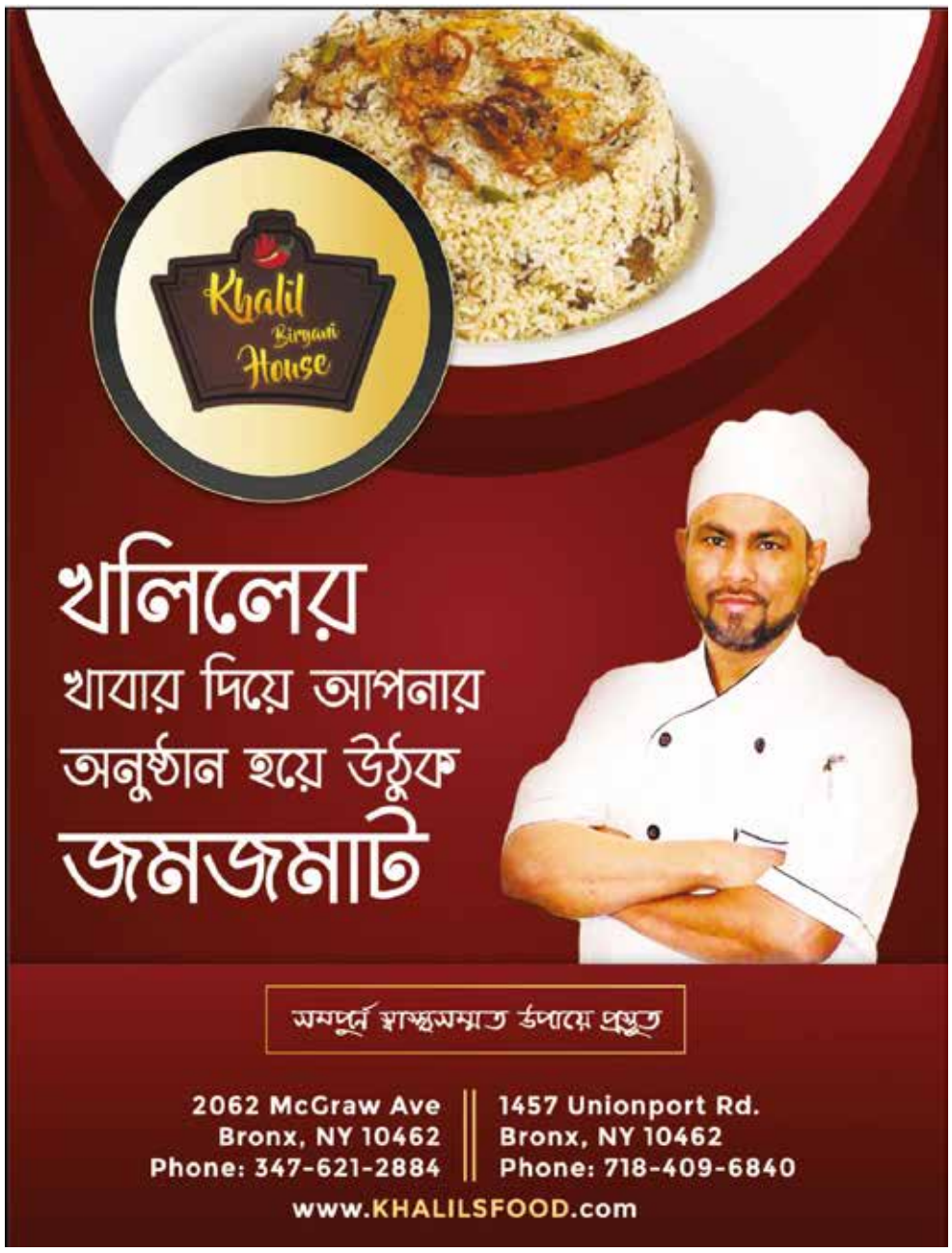
নিউইয়র্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশনের (সারা) প্রথম নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন ও গেট টুগেদার সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সিটির ঐতিহ্যবাহী সিরাজী পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। জাকজমক এই অনুষ্ঠানের শুরু থেকে গল্প আড্ডায় মেতে উঠেন নতুন গড়ে উঠা এই সংগঠনের সদসরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন খাঁন মেহের জাদা।

অনুষ্ঠঅনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন খ্যাতিমান রিয়েলটর ও পরিচিত মুখ কনভেনর সারোয়ার খান বাবু, আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানান বিশিষ্ট রিয়েলটর মোহাম্মদ বেলাল হোসেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লং আইল্যান্ড বোর্ড অব রিয়েলটরের ইভান স্মিথ, কেভিন লেদারম্যান, শান খান, ড্যানিয়েল ডায়াজ, জসু কিম, রিয়েলটর এর্টনী উসমান মালিক, এর্টনী উসমান ফারুকী, এর্টনী হাসান মালিক ও এর্টনী হিরা ইমি্তয়াজ।

সম্মানিত স্পন্সরদের মধ্যে অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড স্পন্সর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিটির পরিচিতমুখ এনওয়াই ইনস্যুরেন্স ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্ণধার শাহ নেওয়াজ, মর্গেজ ব্রোকার মোহাম্মদ কামাল, লোন অফিসার ফাহিম হোসেন, লোন অফিসার তাকি বিল মারুফ, লোন অফিসার আসিফ খান, লোন অফিসার সেমশিবলী, লোন অফিসার আজাদুল ইসলাম, লোন অফিসার সাইদ হাসিব, হোম ইন্সপেক্টর খুররম আগা, লোন অফিসার রেজা রশিদ, ইলেক্ট্রেশিয়ান মনিরুজ্জামান মনির। এই আয়োজনে স্পন্সর ছাড়াও একাধিক গুনী ব্যক্তিদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন আয়োজকরা।

বর্ণিল গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে সার্বিক সহায়তা করেন এড্হক কমিটির আসিফ চৌধুরী, শামিম আহমেদ, আবু সাঈদ চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, আজিজুল হক মুন্না, মোহাম্মদ করিম, মো. শামীম রেজা, মাসুদ সিরাজী জনাব জসিম চৌধুরী, হাবিবুর রহমান হাবিব, প্রফেসর মোহাম্মদ মারুফ মিয়া, মোহাম্মদ চৌধুরী, ফেরদৌস কয়েস, জাফর সাদিক, গোলাম হাসান, হোমাম্মদ ইকবাল, মোহাম্মদ মাসুদ প্রামানিক, নূরুজামান সরদার, শামীম নাসের, মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ হালিম, নাসরিন সুলতানা, আদান ইসলাম, সাবিনা চৌধুরী, সুমন রায়, মোহাম্মদ হাবিব, মোঃ হাসেম, সাদমান জামান, রওশন আরা ও জিনিয়া আকতার। অনুষ্ঠানের শেষে প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।




Khalil
Biryani
House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300
OFF
* Minimum $10000 cash
purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

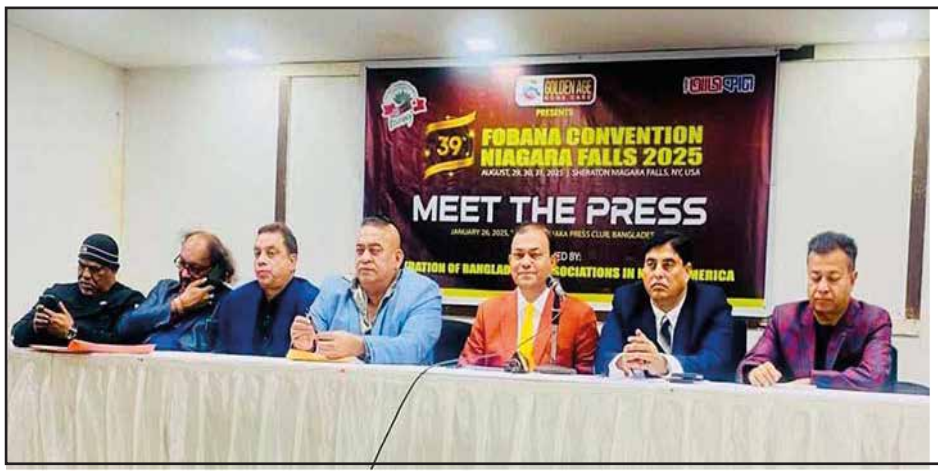

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

আসন্ন ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৫









ঢাকা ডেস্ক: আসন্ন ৩৯ তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৫-এর আয়োজন বিষয়ে নায়াগ্রা ফলস আয়োজকদের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব এর জহুর হোসাইন চোধুরী সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ ফিরোজ আহমেদ এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মঞ্চে ছিলেন ফোবানার নির্বাহী সেক্রেটারী ও ৩৯ তম ফোবানার কনভেনর কাজী আজম, সাবেক চেয়ারম্যান এজাজ আখতার তৌফিক, সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম সিকদার, সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবু জুবায়ের দারা, স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু. জাতীয় ফুটবলার কায়সার হামিদ, জাতীয় ফুটবলার সম্রাট হোসাইন এমিলি উপস্থিত ছিলেন।

জনাকীর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজী ডেইলী নিউনেশন-এর সাবেক এডিটর মোস্তফা কামাল মজুমদার ও ভাসানী সমর্থক পরিষদ-এর সভাপতি বাবলু, রাজনীতিক নাদিম চৌধুরী, আতাউর রহমান আতা, কালাম ফয়েজী, বিশিষ্ট সংবাদ পাঠিকা আসমা আহমেদ সহ দেশের প্রথম সারির প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতই মঞ্চে উপবিষ্ট ফোবানার নেতৃবৃন্দ ও অতিথিগণ ৩৯তম ফোবানার সাফল্য কামনা করেন ও ফোবানার বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। ফোবানার নির্বাহী সেক্রেটারী ও ৩৯তম ফোবানার কনভেনর কাজী আজম লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এর পরে ফোবানার নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উল্লেখ্য, আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট নায়াগ্রা ফলস এর শেরাটন নায়াগ্রা-তে এই ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্কে মুনা'র লিডারশীপ এডুকেশন সেশন অনৈতিক কাজ পরিহার করার আহ্বান



নিউইয়র্কে মুনা সেন্টার জ্যামাইকা (মসজিদ আর রাইয়্যান)-এ অনুষ্ঠিত এডুকেশন সেশনে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান। সেশনে পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় চারশত লোকের উপস্থিতিতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডা. সাইদুর রহমান চৌধুরী, হারুন অর রশীদ, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, ন্যাশনাল এসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ প্রমুখ। এসময় ন্যাশনাল এসিস্টেন ফাইন্সাস ডাইরেক্টর শেখ জালাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

ব্যতিক্রমী এই সেশনটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন নর্থ জোনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার ও সহ সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম।

সেশনে আলোচকবৃন্দ বলেন, দ্বীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হিসেবে গড়ে তোলা। ইবাদত বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করা এবং তার পাশাপাশি উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও উত্তম আচার ব্যবহার অবলম্বনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে ঈমানের উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করার জন্যই আমাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন। তারা বলেন, রাসূল (সা.) স্বয়ং ছিলেন উত্তম নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম উদাহরণ। সুতারাং ইসলামের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা:) এর আর্দশে পরিচারিত হতে পারলেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রসেফর দেলোয়ার মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান, এডভোকেট আবুল হাসেম, নূরুস সামাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কায়কোবাদ কবির প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



জন্মদিনে প্রিয়জনদের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন শাহ্ নেওয়াজ














বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জন্মদিনে কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন নিউইয়র্কের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সিইও এবং সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ্ নেওয়াজ ।

শাহ্ নেওয়াজ পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিমের আয়োজনে গত ২৯ জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় জামাইকার সিরাজী ব্যাংকুয়েট হলে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ বার্থডে পার্টি সেলিব্রেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আনন্দঘন, জমজমাট আয়োজনে সার্বিক সহায়তায় ছিলেন শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, লায়ন আহসান হাবিব ও আব্দুর রশীদ বাবু। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন কমিউনিটি এ্যাকটিভিস্ট লায়ন আহসান হাবিব।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শাহ্ নেওয়াজ বলেন, জন্মদিন প্রতিবছরই ফিরে আসে তবে এবার নুরুল আজিমসহ আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তাতে আমি সকলের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমার এবং আমার পরিবারের জন্য আপনারা দোয়া করবেন যাতে কমিউনিটির বিভিন্ন সেবামূলক কাজে আমি আরো সক্রিয় থাকতে পারি।

অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাপ্তাহিক আজকাল, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, এনওয়াই ইন্সুরেন্স, এসএস আরএফ প্রোপার্টি, নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার, ইশিকা হোলসেল'র পক্ষ থেকে কর্মকর্তারা শাহ নেওয়াজের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকেও ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি মিডিয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নিউইয়র্ক কাগজ'র কন্ট্রিবিউটিং এডিটর মনোয়ারুল ইসলাম, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, সাংবাদিক রিমন ইসলাম, আবু সাইম , ফটো-সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী ও তুষার।

অতিথিদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক হাসান জিলানী, কার্যকরী সদস্য হাসান সরওয়ার্দী।

শাহ্ নেওয়াজকে শুভেচ্ছা জানাতে লায়ন্স ক্লাব সদস্যদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন টেরি পালাডিনি, জেনারেল সিড বমগার্ডেন, ১ম ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আসেফ বারী টুটুল,পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মাদাদি সি,পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর আমাদো সি, জোন চেয়ার ও পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, লায়ন আমেনা নেওয়াজ, লায়ন এম এস আলম, লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী, লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার, লায়ন এফইএমডি রকি, লায়ন মো: সাইফুল ইসলাম, লায়ন মনোয়ারুল ইসলাম, লায়ন আব্দুর রশিদ বাবু, লায়ন আলমগীর খান আলম, লায়ন্স ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ লায়ন মাসুদ রানা তপন, লায়ন এএসএম উদ্দিন পিন্টু, লায়ন শাহ শহিদুল হক, লায়ন হাসান জিলানী, লায়ন অনিক রাজ, লায়ন সিজার রহমান,লায়ন জাকির হোসেন, লায়ন আহমেদ সোহেল, লায়ন ডা: নার্গিস রহমান, লায়ন বদরুদ্দোজা সাগর, লায়ন এজাজুল ইসলাম নাঈম, লায়ন শাহিন ভূইয়া, লায়ন নাবিল ইসলাম প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেনকমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব ও ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, শাহ জে চৌধুরী, নওশাদ হায়দার, আব্দুল আলীম, পাখী আলীম, রাবু বিল্লাহ, মুসলেহ উদ্দিন, শারমিন পিয়া, তানভির সিদ্দিকী, রেহানা সিদ্দিকী, হাবীবুল চৌধুরী, খায়রুল ইসলাম খোকন, রেদোয়ান হক, ইশতিয়াক রুমি, মোহাম্মদ তুহিন, নাজু আখন্দ, শামিম সিদ্দিকী, জস্টিন, আল বিরুনী, আদিব বারি, ইঞ্জিনিয়ার খালেক, সার্জেন্ট লতিফ, রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, হারুন ভুইয়া, মোহাম্মদ শফি, মোহাম্মদ আলম নমি, মোহাম্মদ রেজা, শারমিনা সিরাজ সোনিয়া, সায়েম উল্লাহ, মজিবর রহমান, জাহিন প্রমূখ।

সাহিত্য
সাময়িকী

ঢেউ
জরিনা আখতার

জলের গভীরে প্রণয়ে রত জলের যত ঢেউ
জলই শুধু জানে- আর তা জানে না কেউ,
জানে কি অচিন পাখিরা- জানে কি শঙ্খচিল
জানে না কি আর দূর আকাশের ওই নীল,
জলযানগুলো ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে যায় অজানায়
ব্যথা বুকে নিয়ে ঢেউ অবিরত কত অসহায়,
জলকন্যারা হাতে হাত ধরে অপরূপ মুদ্রায়
জানে না তো কেউ আহত ঢেউ বিরহের গান গায় ।

অদেখা প্রণয়ী যদি দেখা দেয়- ঢেউ বোনে স্বপ্নের জাল
জলের দিগন্তে যদি দেখা দেয় একখানা সাদা পাল,
জল-জ্যোৎস্নায় জলের শরীরে ভেসে থাকে দূর চাঁদ
চাঁদ ওঠে না তো ঢেউয়ের জীবনে- কোন দুরাচার পেতেছে ফাঁদ,
ঢেউ জানে না তো কাটবে কবে অমাবস্যার রাত
রাত শেষ হলে দেখা দেবে এক সুস্মিত প্রভাত।

আকাক্ষার পথজুড়ে হাঁটো
রুহুল কাদের

সাদা কাগজের বাজার দর থাকতে পারে
কিন্তু কৌতূহলমূল্য নেই। বোবা হও-
শত্রুও তাকাবে না, মিত্রও সন্দেহ করবে না।
শামুকধর্মে গুটিয়ে থাকো-
কারও আক্ষেপও থাকবে না।

মানুষ যখনই মানুষ হতে চাও
মোষের মতো, পঙ্গপালের মতো তেড়ে আসবে
ক্রোধান্ধ মানুষেরই দঙ্গল।

মানুষ হাঁটছো নাকি? নাড়াচ্ছো নাকি হাত, পা?
দেখো, পথে পথে পুঁতে রেখেছে বিষকাঁটা

তবুও
যাদের মুখের মতো মুখ আছে- কথা বলো
যাদের তৃষ্ণার্ত চোখ আছে- দেখো
যাদের গন্তব্যমুখী পা আছে- হাঁটো
মানুষ, আকাক্ষার পথজুড়ে
রক্তঘামের আলপনা এঁকে হাঁটো-

জলপাই-বসন্ত
আশরাফ হাসান

জলপাই-বসন্তে ভরা যৌবন--
পলাশের লাল খুনে
নগ্ন ইচ্ছে খেলে শিকারীর,

পাখিদের কক্ষপথ নেই--
বুলেটের ওড়াওড়ি দেখে
জলপাই রঙে ঘুমোয় বসন্তের গান।

পাখিদের নিস্তরঙ্গ দেহ
আর অদূরে
বুনো জলপাইয়ের অপেক্ষা...



তুষারের খাম
মৌসুমী পুলেন

জ্যোৎস্নায় ভেজা রাত খুলে খুলে পড়ছে তুষারের পাঁজরে
নৈঃশব্দের শব্দ নিয়ে ঘড়ির কাটা চলছে অনন্তের
দিকে, চাঁদের ঠোঁটের কোণে ঝুলে আছে মহাকাল

তারা ধূসর ধোঁয়ার তৈলচিত্র
দেয়ালে টানিয়ে ভুলে যায়
যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত, তাদের
হাসির সলিলে ভাসে শিশুদের মৃত দেহ

কর্পূর দিয়ে সেলাই করা নিয়তি অজান্তেই দরজায় এসে কড়া নাড়ে
পোস্টমাস্টার তা বার বার ভুলে যায়
হেমলক হজম করা ছেলেটি
আবিষ্কার করে নিরীহ যোদ্ধার ফসিল

ঈশ্বর সময়ের হিসেব রাখে সমুদ্র পৃষ্ঠে
আগ্নেয়গিরি ছুঁড়ে দিয়ে,

দহনের উত্তাপটুকু সুরমা দানীতে
গচ্ছিত থাকে ।

উদোম বুকে জলের ছবি
বশির আহমেদ

ভোর থেকেই আধা পাকা পেঁপে গাছের ডালে বসে আছে মাছরাঙ্গা,
তার লম্বা দুই ঠোঁটের আগায় জলের মানচিত্র।
পাশে বনমুটিয়া উচুন্টি লেবুর বাগান।
আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি জলের উপর চক্কর মারে ডোরাকাটা চিল,
জলকাক মাঝে মাঝে ডুবে যায়,
সফেদ ফেনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায় হাঁসের ছেঁড়া শুভ্র পালক।
ঝাঁকি জালের ভেতর চূর্ণ বিচূর্ণ হয় অবলা মাছের স্বপ্ন,
ধীবরের উদোম বুকে পশমের গোড়ায় সুখের মানচিত্র আঁকে ফোঁটা ফোঁটা জলের ছবি!

আগুন চিনতে যদি
দীপঙ্কর ইমন

আর কতোটা হেরে গেলে তাকে হেরে যাওয়া বলে?
আর কতোটা নোনা জলে এক সমুদ্র হয়?
আসছে পলাশ শিমুর তুমুল উৎসব
তারপর বসন্তে মানুষ বেখেয়ালী হয়ে যায়
আগুন লেগেছে যে ঘরে,
সেখানে কি পৌঁছে যাবে কোকিলের ডাক?

হয়তো ফসিলের স্তূপ ভেসে যাবে জলে
হেরে যাবো অনামিকা সমেত।

তারপর এক নতুন প্রেমে
মহাজাগতিক অপ্রাপ্তি ঘোঁচে যাবে তোমার।
আগুন চিনতে যদি,
তবে আমার বসন্ত শুকিয়ে যেত না।

গ্রন্থ সমালোচনা : তৌফিকুল ইসলাম পিয়াসের বই

বদলে যাবার সুযোগ-ওয়েক আপ বাংলাদেশ

ফরিদ কবির: ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর গত ৫৩ বছরেও বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটিতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, তার মূলে নানাবিধ ফ্যাক্টর জড়িত বলে আমার নিজের ধারণা।

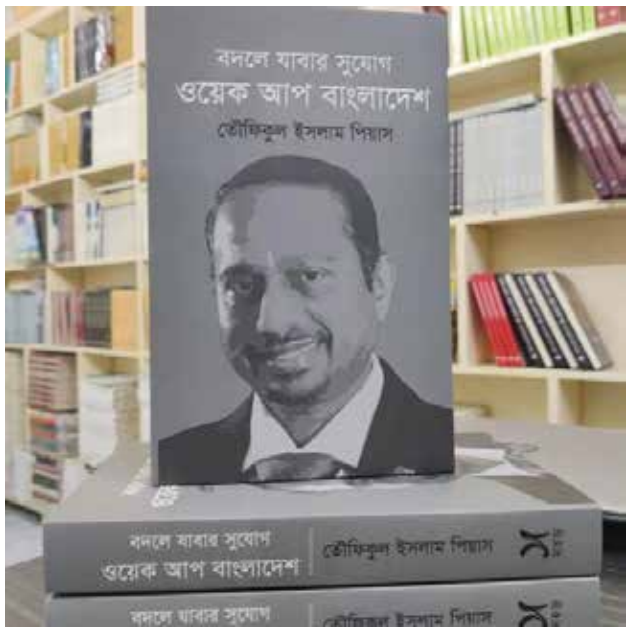
বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব ছাড়াও রাজনীতিবিদসহ এ দেশের মানুষের সুশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবকেও আমি এদেশে ফ্যাসিবাদ জন্ম নেয়ার পেছনে দায়ী বলে মনে করি। এদেশের মানুষের মধ্যে যেভাবে দুর্নীতি ও এনার্কিজম জায়গা করে নিয়েছে, তাতে এদেশকে কেবল সংবিধান বদলের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যকার দুর্নীতি ও এনার্কিস্ট মানসিকতার অবসান ঘটবে- তা মনে হয় না।

৫০ বছর ধরে যে বিভক্তির রাজনীতি আমরা করে এসেছি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের ভিন্নতাকে পুঁজি করে একদল অপর দলের মধ্যে যে হিংসার বীজ আমরা বুনেছি তা কেবল নতুন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে রাতারাতি তিরোহিত হবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষক নই, সক্রিয়ভাবে কখনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িতও ছিলাম না। তবে, সাদা চোখে এমনটাই মনে হয় আমার।

সাহিত্যের বাইরে ইতিহাসের একজন পাঠক হিশেবে এবং একজন সচেতন নাগরিক হিশেবে এ দেশটিকে আমিও আরো অনেক নাগরিকের মতোই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিশেবেই দেখতে চেয়েছি। কিন্তু গণতন্ত্র আমাদের কাছে আজও অধরাই থেকে গেছে। এদেশের অন্তত ৮০ শতাংশ মানুষ ধর্ম প্র্যাকটিস করলেও সৎ মানুষের সংখ্যা কিছুতেই ৫ শতাংশের বেশি নয়। অর্থাৎ ধর্মও আমাদেরকে নৈতিকভাবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের প্রায় সর্বত্র ঘুষ, দুর্নীতি, কমিশনবাণিজ্য, ভেজাল- এসবে ছেয়ে গেছে। এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ও উন্নত একটি দেশ হিশেবে দেখতে চান সকল দেশপ্রেমিক মানুষই। এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন যারা দেখেন এবং এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে হলে কী করণীয় সেসব নিয়েও যারা ভাবেন তাদের একজন আমেরিকা-প্রবাসী তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস।

বাংলাদেশকে তিনি একটি উন্নত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিশেবে কেবল দেখতে চান তা নয়, বরং তা করতে হলে আমাদের কী করণীয় সে সম্পর্কে তিনি সময়ে সময়ে বেশ কিছু ভাবনাজাগানিয়া নিবন্ধও লিখেছেন। সেসব নিবন্ধ নিয়েই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'বদলে যাবার সুযোগ : ওয়েক আপ বাংলাদেশ'।

এ বইয়ে তার দেয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সংক্রান্ত বেশকিছু তথ্য ও মতের সঙ্গে আমি একমত নই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটিকে এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই বলে মনে করি। এ বইয়ের বেশকিছু নিবন্ধ আমাদের নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদেরও পড়া দরকার বলেই মনে হয়। তার অনেক প্রস্তাবনাকেই প্রাথমিকভাবে ইউটোপিয়ান মনে



হতে পারে এবং তার পরেও তার বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাঠকের মনে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার রচনায় যথেষ্ট সারবত্তা আছে বলেও একইসঙ্গে আমার মনে হয়েছে।

তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে এবং একই সঙ্গে আমেরিকার মতো প্রেসিডেন্ট শাসিত একটি সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে। বর্তমান সংবিধানটিকে তার কাছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য উপযোগী নয় বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

যদিও বর্তমান সংবিধানের আওতায় কেন প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারব্যবস্থায় যাওয়া এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম সম্ভব নয় সে বিষয়ে যৌক্তিক কোনো বিশ্লেষণ তিনি হাজির করেননি। আমার ধারণা, আমেরিকার সরকারব্যবস্থাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় তার কাছে বেশি জনবান্ধব মনে হয়েছে এবং সে কারণেই আমেরিকার সংবিধানের মতো একটি সংবিধান প্রণয়ন করাটাই তার কাছে বেশি যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে।

তিনি কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন সেটা বোঝার জন্য তার লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক-

'বাংলাদেশের বর্তমান শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নিজেই আইনপ্রণেতা এবং নিজেই সরকারপ্রধান। অর্থাৎ তিনি চাইলে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হতো যে, প্রেসিডেন্ট নিজে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবেন না; আইন প্রণয়ন করবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা এবং ঐ আইন মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্ট নিজে যা ইচ্ছে করতে পারবেন না; তাকে আইন মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে এবং আইনকে কঠোরভাবে পাহারা দিবে সংসদ। প্রেসিডেন্ট কোনো ভুল করলে সংসদ তার 'গলা টিপে' ধরবে। এরকম ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা থাকলে দেশে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা হবার কোনোই সুযোগ থাকে না। এবং আইন যদি থাকে যে, একজন প্রেসিডেন্ট তার জীবদ্দশায় ২ মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবে না; তাহলে ফ্যাসিবাদ কায়েম হবার সম্ভাবনা শতভাগ কমে যাবে। তিনি আরো বলেছেন, 'বাংলাদেশের আইনকানুন সবই একজন রাজা কর্তৃক প্রজা শাসনব্যবস্থা মাত্র; যেখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।'

বাংলাদেশের অর্থনীতি, গণমানুষের অধিকার, পুলিশের ক্ষমতা ও ব্যবহার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, আইন আদালত, কূটনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চার শোরও বেশি পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে রয়েছে ট্রান্সজেন্ডার নিয়েও অসামান্য একটি লেখা।

এমনকি বইটিতে আছে 'মাথা উঁচু করে থাকা একজন শেখ মুজিব' নামের একটি নিবন্ধও। শেখ মুজিবুর রহমানকে এতে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হিশেবে চিত্রায়িত করা হলেও শাসক শেখ মুজিবের ভুল-ত্রুটির বিবরণও তিনি দিয়েছেন।

বইটিতে থাকা তার বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন সময়ে লেখার কারণে বেশকিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আশা করি, পরের সংস্করণে তিনি সেসব ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করবেন। তবে, তার গদ্য সাদু ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায় পড়তে মন্দ লাগেনি। বইটি পড়তে পড়তে এও মনে হয়েছে, বদলে যাওয়ার এ সুযোগ কি আমরা সত্যিই কাজে লাগাতে পারবো? নাকি আমরা আবারও জড়িয়ে যাবো- আগেরই মতো, ফ্যাসিবাদের পুরোনো চক্রব্যূহেই। সময়ই তা বলে দেবে।

লেখক তৌফিকুল ইসলাম পিয়াসকে অভিনন্দন, এমন একটি সময়োপযোগী গ্রন্থ উপহার দেয়ার জন্য। তার বইয়ের শিরোনাম ধার করেই বলি- 'জাগো বাংলাদেশ! বদলে যাওয়ার, বদলে দেয়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ।'

আ. লীগে বিভক্তি: চ্যালেঞ্জের মুখে শেখ হাসিনা

আল জাজিরা'র প্রতিবেদন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাই বিপ্লবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৬ বছরের নেতৃত্বের যবনিকাপাত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্মের আগে থেকে রাজনীতিতে একটি বড় শক্তি হিসেবে তার দল এখন টুকরো টুকরো জোড়া লাগানোর লড়াই করছে। ক্ষমা চাওয়ার মানসিকতা নেই দলের এমন হোমরাচোমরা, মধ্যম পর্যায়ের নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে তীব্র বিভক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এসব নেতাকর্মী বিশ্বাস করেন, কোথায় ভুল হয়েছে তা পেছন ফিরে দেখা দরকার আওয়ামী লীগের। তারা আরও মনে করেন- এটাই একমাত্র পথ। ৭৫ বছর বয়সী এই রাজনৈতিক দলটি তাদের সমস্যার সমাধান করে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। এ বিষয়ে অনেক নেতাকর্মী কথা বলেছেন।

আল জাজিরায় প্রকাশিত 'আফটার দ্য ব্লাডশেড: ক্যান বাংলাদেশ'জ আওয়ামী লীগ রিসারেক্ট ইটসেল্ফ?' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, যখন ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে রংপুরে নিহত হন আবু সাঈদ, তখনো আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ঠাণ্ডা মেজাজে আরাম করছিলেন। তাদের কাউকে কাউকে তার অফিসে কোনো স্থানীয় কবি কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। আবৃত্তি শেষে তিনি বলে ওঠেন- 'ওয়ান্ডারফুল'। এর কিছু সময় পরে আবু সাঈদ হত্যার তথ্য কোনো এক সহযোগী একজন নেতাকে জানান। কিন্তু তিনি তা উড়িয়ে দেন। বলেন- ওহ, কিছুই হবে না। নেতা (হাসিনা) সব কিছু ঠিক করে ফেলবেন। এর মধ্যদিয়েই প্রকাশ পেয়ে যায় ওই সময় আওয়ামী লীগের উপরিমহলের মনোভাব। অর্থাৎ মাঠপর্যায়ে কি হচ্ছে, তা তারা মোটেও আমলে নেননি। এর তিন সপ্তাহেরও কম সময় পরে কর্তৃত্ববাদ ও নৃশংসতা চালানোর অভিযোগে শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাত করে ছাত্রদের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থান। আইনপ্রয়োগকারীদের হামলায় বিক্ষোভকারী এবং পথচারীদের কমপক্ষে ৮৩৪ জন প্রাণ হারান। এই বিক্ষোভ শুরু হয় ১ জুলাই। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে যাওয়ার মধ্যদিয়ে তার ইতি ঘটে। তবে হামলায় আহত হন কমপক্ষে ২০ হাজার মানুষ। তার মধ্যে আছেন শিশু ও নারী। দলটির এই পরিণতির জন্য দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা।

অজ্ঞাত স্থান থেকে ১৬ জানুয়ারি আল জাজিরাকে ফোনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। এটা শিগগিরই প্রমাণ হবে। তবে তিনি কাকে বা কোন দেশকে দায়ী করছেন সুনির্দিষ্টভাবে তা বলেননি। তার এমন মন্তব্যের পর বিশ্লেষকরা বলছেন, তাদের দলের নেতৃত্বের যে ব্যর্থতা এবং জনগণের অভিযোগগুলো সমাধানে তাদের যে অক্ষমতা- তা ফুটে ওঠে এমন প্রত্যাখ্যানের মধ্যদিয়ে। পক্ষান্তরে তাদের এমন মন্তব্যে দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এসব নেতাকর্মীর অনেকেই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার ভয়ে হয়তো আত্মগোপনে আছেন না হয় আতঙ্কিত। তারা একটি সুসংগঠিত দল থেকে 'টপ-ডাউন' কাঠামোতে রূপান্তরের কারণে সমালোচনা করছেন। তারা বলছেন, এ কারণে দল জনগণের সেন্টিমেন্ট হারিয়েছে। ৫ই আগস্ট যখন জনতার বিশাল ঢেউ শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বোন শেখ রেহানার সঙ্গে গণভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে উড়াল দেন।

খুলনায় আওয়ামী লীগের ছাত্র বিষয়ক শাখা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের স্থানীয় সিনিয়র একজন নেতা বলেন- 'যখন টেলিভিশনে নাটকীয় ওই পলায়নের দৃশ্য সম্প্রচার হচ্ছিল, তখনো কিছু নেতাকর্মীকে নিয়ে আমি খুলনার রাজপথে অবস্থান করছিলাম। আমি আমাদের একজন সিনিয়র নেতা, স্থানীয় এমপিকে ফোন করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার ফোন ছিল বন্ধ।' তিনি বলেন- 'ঠিক ওই মুহূর্তে আমার মনে হলো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে'।

২০২৪ সালের ২ অক্টোবর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিষিদ্ধ করে ছাত্রলীগকে। এরপর খুলনার এক সময়ের ছাত্রলীগের প্রভাবশালী একজন নেতা নিরাপদে আশ্রয় নেয়ার ভয়ার্ত সফরের বর্ণনা করেন। ভুয়া একটি পরিচয়ে তিনি ঢাকায় পৌঁছান। তার আগে তিনি পালিয়ে চলে আসেন গোপালগঞ্জে। তিনি বলেন- 'আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ফোন নম্বর সহ সবকিছু পাল্টে ফেলেছি। বেঁচে থাকার জন্য একটি ছোট্ট ব্যবসা শুরু করেছি। দল আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। আর কখনো রাজনীতিতে ফিরবো না'।

সারা দেশের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে তাদেরকে পরিত্যাগ করার একই রকম অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। বহু নেতাকর্মী রয়েছেন নীরব। তবে আওয়ামী লীগপন্থি সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক লীগের সহকারী সম্পাদক সামিউল বশির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে রয়েছেন সরব। তিনি আল জাজিরাকে বলেন- প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (কমিটেড) নেতাকর্মীকে বছরের পর বছর একপেশে করে রাখা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে সুযোগ সন্ধানীরা এবং স্থানীয় এমপিদের পরিবারের সদস্যরা তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় কাঠামোতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এর ফলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। একই রকম হতাশার কথা তুলে ধরেন আওয়ামী লীগপন্থি চিকিৎসকদের একটি সংগঠনের এক নেতা। তিনি নাম প্রকাশ করতে চান না। তিনি বলেন, যারা দলীয় মুখপত্র হয়ে উঠেছেন তাদের কর্মকাণ্ড এবং ব্যবহৃত শব্দগুলো বিপর্যয়কর ছিল দলের জন্য, বিশেষ করে গত কয়েক বছর। দলের ব্যর্থতার বিষয়ে তিনি বলেন, এটা ছিল নির্মম বাস্তবতা। সেটা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের দল প্রচণ্ডভাবে নির্ভর করেছে গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর। কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে অথবা কারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সে বিষয়ে শীর্ষ নেতাদেরকে দেখেছি তারা অবহিত নন।

ওদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন, দলে গণতান্ত্রিক রীতির চর্চার অভাব দলকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলেছে। গত এক দশক ধরে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আওয়ামী লীগের সব তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিট ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলো পরিচালিত হচ্ছে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে। এক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন না করে একই পুরনো সদস্যদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের বিষয়ে আওয়ামী লীগ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চায়নি অথবা আন্দোলন চলাকালে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর হস্তে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা স্বীকার করে কোনো বিবৃতি দেয়নি। এর পরিবর্তে দলটি বার বার এই আন্দোলনকে অস্বীকার করছে। তারা বিবৃতিতে এসব আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসীদের অভ্যুত্থান' হিসেবে বর্ণনা করছে। ১০ই জানুয়ারি যুবলীগের এক বিবৃতিতে এমনটাই বলা হয়েছে। তারা অভিযোগ করেছে, এই আন্দোলনে এমন সব শক্তি আছে, যারা দেশকে পাকিস্তানি আদর্শের দিকে নিয়ে যেতে চায়। প্রায় এক ঘণ্টা আল জাজিরার সঙ্গে কথা বলেছেন আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম। বার বার তিনি অভিযোগ করেন কোটা বিরোধী আন্দোলনের নামে ছাত্রদেরকে 'বিভ্রান্ত' করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র বিষয়ক সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির।

বাংলাদেশে সরকারি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলকভাবে কোটা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ছাত্ররা শুরু করেন কোটা বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু তাদের ওপর সরকারের ক্রমবর্ধমান নিষ্পেষণ এবং ব্যাপক রক্তপাতের পর শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতকে নিয়ে বিতর্ক আছে। তারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। সদ্য বিদায়ী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে জামায়াতে ইসলামীর ৫ জন এবং বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র একজন সিনিয়র নেতাকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ফাঁসি দিয়েছে। হাসিনা সরকারের সময়ে বিএনপি এবং জামায়াত- উভয়েই ভয়াবহ দমনপীড়নের শিকারে পরিণত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপকভাবে জোরপূর্বক গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। নাসিম স্বীকার করেন, তার দল কৌশলগত ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে তিনি ব্যর্থতার জন্য প্রথমেই দায়ী করেন গোয়েন্দাদের ব্যর্থতাকে। ওদিকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে সম্প্রতি দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ১১ বছর ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, 'ইসলামপন্থি সন্ত্রাসী এবং সেনাবাহিনী'র 'যৌথ অভ্যুত্থানে'র শিকারে পরিণত হয়েছে আওয়ামী লীগ।

তবে দলের ভেতর জবাবদিহিতার অভাব থাকাকে কড়া সমালোচনা করেছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের ছেলে ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ। তিনি বলেন, অবিচার, নিষ্পেষণ, দুর্নীতি, কোটি কোটি টাকা লুট ও পাচারের কারণে বাংলাদেশের জনগণের কাছে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে আওয়ামী লীগকে। এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এখনো আমি তাদেরকে দেখিনি আত্মোপলব্ধি, আত্মসমালোচনা অথবা দোষ স্বীকার করতে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ও বিশ্লেষক আল মাসুদ হাসানুজ্জামান যুক্তি দেন যে, দলটির কঠোর অবস্থান এবং সিদ্ধান্ত জনগণকে ক্ষুব্ধ হতে উৎসাহিত করেছে। এর মধ্যদিয়ে গণ-অভ্যুত্থানকে সফল হওয়ার পথ করে দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় পদক্ষেপগুলো শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তায় আঘাত করেছে, যার ফলে একক দাবিতে পরিণত হয় তার পদত্যাগ।

নির্বাসনে থাকা বা সেখান থেকে ফিরে আসার মতো পরিস্থিতির সঙ্গে অপরিচিত নন হাসিনা। তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হত্যা করা হয়। এরপর বেশ কয়েক বছর তিনি ভারতে অবস্থান করেন। তারপর ১৯৮১ সালে ফিরে আসেন বাংলাদেশে। দলকে পুনর্গঠন করে ক্ষমতায় আসতে তার সময় লেগেছে ২১ বছর।

হাসানুজ্জামান বলেন, এবার ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি। ছাত্রদের নেতৃত্বে রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পড়ে আওয়ামী লীগ। এতে নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি যুক্তি দেন- মারাত্মক ইমেজ ও নেতৃত্ব সংকটের মুখে আওয়ামী লীগ। তার ভাষায়- শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে দলটি পুনর্গঠিত করা হবে চ্যালেঞ্জিং। দলের ভেতরে বিভক্তি দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে বড় দু'টি রাজনৈতিক শক্তি হলো বিএনপি ও জামায়াত। তারা উভয়েই বলেছে- জুলাই ও আগস্টে নাগরিকদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা বিচারের মুখোমুখি হোন- এটা তারা চায়। তার ওপর তারা আরও যুক্তি দিয়েছে যে, আওয়ামী লীগের ভাগ্য কি হবে সে সিদ্ধান্ত নেবেন দেশবাসী। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন যেসব ছাত্ররা তারা আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপসহীন অবস্থান নিয়েছেন।

২৫ জানুয়ারি এক র‍্যালিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ছাত্র আন্দোলনের নেতা মাহফুজ আলম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না আওয়ামী লীগকে। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হলো হত্যাকাণ্ড, গুম ও ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত সবার বিচার নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে আমরা সংস্কার বাস্তবায়ন করবো; নিশ্চিত করবো বাংলাদেশপন্থি সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন।

আওয়ামী লীগের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন হতে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান বলেন, যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে দলটির পা রাখার জন্য একটি জায়গা সৃষ্টি হবে। তবু নেতৃত্ব, সংগঠন ও তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগের মাধ্যমে জনআস্থা পুনর্গঠন ছাড়া আওয়ামী লীগের জন্য রাজনীতিতে পুনরুজ্জীবন লাভ করা হবে অত্যন্ত জটিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও প্রফেসর আলী রীয়াজ আওয়ামী লীগের প্রত্যাবর্তনের কোনো সুযোগের জন্য চারটি শর্ত উদ্‌ঘাটন করেছেন। তা হলো- ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে যেসব অপরাধ করেছে, বিশেষ করে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময়, তার জন্য দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। তাদেরকে বর্তমান আদর্শ পরিত্যাগ করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, শেখ হাসিনার পরিবারের কোনো সদস্য এই দলে নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সহ যেসব জঘন্য অপরাধ করেছে তারা- তার জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি আল জাজিরাকে বলেন, শেখ হাসিনা সহ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় নৃশংসতার জন্য সরাসরি দায়ীদেরকে অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যখন এসব শর্ত পূরণ হবে, শুধু তখনই তাদের প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

শেখ হাসিনার পরিবারের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে গোপনে মাঝেমধ্যে নেতাকর্মীরা সমালোচনা করলেও এখনো শেখ হাসিনার ওপর আস্থা আছে অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর। বিদেশে অবস্থানরত সিনিয়র নেতারা ব্যবহার করছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং টকশো। তার মধ্যদিয়ে তারা নেতাকর্মীদের পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছেন। তাদেরকে বলছেন, ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন সরকার ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। কিন্তু দলীয় নেতাকর্মীদেরকে তা খাওয়ানো কঠিন বিষয়। তারা কমেন্ট সেকশনে এসব দলীয় নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে নেতারা এবং দলের জুনিয়র নেতারা এ বক্তব্যকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছেন। তারা বলছেন, বিদেশে অভয়ারণ্যে থেকে নির্বাসিত নেতাদের পক্ষে এসব কথা বলা সহজ। নেতারা এসব কথা বলছেন, যখন সারা বাংলাদেশে মাঠপর্যায়ের নেতারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন অথবা আত্মগোপনে আছেন। খুলনার ওই সাবেক ছাত্রনেতার মতো বহু নেতাকর্মী প্রকাশ্যে তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে খুব বেশি ভয় পায়। এমন অবস্থায় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন অনেক দূরের পথ।



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।

- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা নেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্লাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন বড় ব্যবসা শুরুসহ বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং গ্রীনকার্ড ট্রান্স কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আমেরিকায় ১ মিলিয়ন বা তারও বেশি ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিশেষজ্ঞ এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমেরিকা আনানোর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন জোপার্জিত সম্পত্তি/পরিবারসহ হলে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তানের দুইবার দেশে নিতে পারেন এবং দুজন পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এপ্লাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইট্রেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকার বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashokkarmaker.com, Web: www.ashokkarmaker.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্লিপ ডিজিজ
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য জন্য
- স্কাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- বিনিময় প্রেয়র বা ওয়ারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়ে, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইঞ্জুরেন্স কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড কেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করপোরেশন, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিভিন্নমুখী -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতার অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।

Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ছোট পরিবারের সাথে থাকার জন্য হিলসাইড এভিনিউ ২২০ স্ট্রীট এ মাস্টার বেডরুম, সেপারেট বাথরুম এবং ফার্নিচারসহ কর্মজীবী মহিলা, স্টুডেন্ট অথবা স্বামী-স্ত্রীর নিকট ফেব্রুয়ারি ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। বাস কিউ- ৪৩, কিউ-১, এন-২৪, কিউ-২৭, কিউ-৮৮। রেস্টুরেন্ট, গ্রোসারী সংলগ্ন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৫৯৯-৮০৭৯.

বাসা ভাড়াঃ
১লা ফেব্রুয়ারি থেকে হি-লসাইড এফ ট্রেনের ২ ব্লকের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অথবা ১/২ জন ব্যাচেলারের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-২৮৭০.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্টে সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশে বাস স্টপ ৪৭,৩৩, ১৯, ৬৯ এর খুবই সামনে লান্ড্রারী প্রাইভেট হাউজে ৩ বেডরুম, বিশাল লিভিংরুমসহ ৩য় তলা ভাড়া হবে। বাসা এখন থেকে রেডি আছে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩৫৫-৫০৩৭.

বাসা ভাড়াঃ
উড হ্যাভেন ৮০ স্ট্রীট J ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে 1st ফ্লোরে ১বেড, ১ লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ মার্চ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৬০৭-৮১৬৮।

বাসা ভাড়াঃ
১৬১-৪৪, ৮৬ এভিনিউ জ্যামাইকা, হিলসাইড, ৩ বেডরুমের ১ম তলায় একটি বাসা ভাড়া হবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। পাশে সাবওয়ে এফ ট্রেন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৮৭-৯৭৩৫ আলম, ৭১৮-৬৮৭-৯৩৮১ ফরিদা।

রুম ভাড়াঃ
১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯-৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ
October থেকে 2 room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।
ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ
উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ
৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

banglapatrikausa@gmail.com
সফলতার ২৮ বছরের
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই
৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

বাসা ভাড়াঃ
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বাসা ভাড়াঃ
১০৭-৪৬ গাই-আর ব্রিউয়ার বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, ২ ফ্যামিলির বাসার ২য় তলার তিন বেড, প্রশস্ত কিচেন, লিভিং রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে (ব্যাচেলার/ফ্যামিলি)। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬৫৪-৬৫০২.

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ 929-261- 9941.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent. Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

মানুষের মধ্যে শয়তানের প্রবেশদ্বারসমূহ

জাফর আহমাদ

শয়তানের কতগুলো প্রবেশদ্বার আছে, যেগুলোর মাধ্যমে সে খুব সহজেই মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে ও ধূর্ততার সাথে তার কার্যসিদ্ধি করে সটকে পড়ে। এমন কতগুলো প্রবেশদ্বার আজ আপনাদের সামনে উন্মুক্ত করবো ইনশা'আল্লাহ। আপনারা তাঁর প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য এই প্রবেশদ্বারগুলো চীরতরে বন্ধ করে দিন। সেই প্রবেশদ্বারগুলো হলো নিম্নরূপ:

এক,মেয়ে মানুষ: এমন মেয়ে মানুষ যিনি আপনার স্ত্রীও নয় বা মুহরিমও নন। তার সাথে অবাধে চলা-ফেরা ও উঠাবসা করা অত্যন্ত ভয়াবহ কাজ। শয়তান যে কোন সময় আপনার বিপদ ডেকে আনতে পারে। এটি শয়তানের জন্য একটি বিশেষ সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে শয়তান আপনার মধ্যে প্রবেশ করবে।

দুই,খারাপ মানুষের সঙ্গ: আবহমান বাংলার একটি প্রবাদ পথে-ঘাটে ও মানুষের মুখে মুখে উড়ে বেড়ায়, তাহলো, "সৎ সঙ্গ সর্গবাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ।" খারাপ মানুষের সংস্পর্শে মানুষ খারাপ পথে পা বাড়ায়। নবী সা: মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈ-এর এক হাদীসে বলেছেন,"হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাও।"আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! মানুষের মধ্যেও কি আবার শয়তান হয়। বললেন: হাঁ। এ ধরনের সঙ্গী থেকে দূরে অবস্থান করুন।

তিন,রাগের মুহূর্ত: মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি, মানব-অভিমান ও রাগ-বিরাগ সবই থাকতে পারে। কিন্তু ইসলামে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ কর্মসূচীও দিয়েছে। রাগ করবেন না। রাগ মানুষের স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। রাগের সময় শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয়। ফলে তার দ্বারা যে কোন মারাত্মক হীনতর কাজ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। শয়তান তার অগ্নিমূর্তিতে আরো বেশী করে ঘি ঢেলে দেয়। আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সা: এর নিকট বলল: আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন: তুমি রাগ করোনা। লোকটি কয়েকবার তা বললেন, নবী সা: প্রত্যেক বারই বললেন: রাগ করো না।(বুখারী:৬১১৬,কিতাবুল আদাব, বাবুল হাজারি মিল গাযাবি, ইফা: ৫৫৭৩, আ:প্র: ৫৬৭৬) আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"(বুখারী: ৬১১৪,কিতাবুল আদাব,বাবুল হাজারি মিল গাযাবি,মুসলিম:২৬০৯,আহমাদ: ৭২২৩, আ:প্র:৫৬৭৪, ইফা:৫৫৭১) রাগ এমন একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা পরিত্যগ করতে পারলে জীবনের অধিকাংশ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা যায়। কারণ একজন মানুষের জীবন আনন্দ-বেদনার সমন্বয়ে গঠিত। রাগ পরিহার করতে পারলে মানুষের জীবনের অর্ধেক অমঙ্গল এড়ানো সম্ভব। রাগ সকল মন্দকাজকে একত্রিত করে।

চার,জ্ঞানহীনতা: অপ্রতুল জ্ঞান অথবা সম্পুর্ণ জ্ঞানশূন্যতা শয়তানের জন্য বিশাল রাজপথ। মানুষের এই অন্ধকার পথে সে সহজেই তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাকে বিপদগামী করে এবং তাকে অমানুষে পরিণত করে। তাই বলা হয় জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান থাকলে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না এবং তাকে দিয়ে খারাপ কাজ করাতে পারে না। তাই আর কুরআনের প্রথম নির্দেশ 'ইকরা অর্থাৎ পড়। সুতরাং বেশী বেশী পড়ুন এবং নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন। শয়তান আপনার কাছেই ভিড়তে পারবে না।

পাঁচ, প্রলোভন বা লোভ: লোভ-লালসা কোন মু'মিন-মুসলমান তো দুরের কথা সাধারণ কোন মানুষেরও বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব হতে পারে না। বরং এটি নিকৃষ্ট এক জীব কুকুরের বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে যারা প্রবৃত্তির লালসার সামনে নতজানু হয় এবং প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়, এ ধরণের লোভী লালসার অধিকারী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ঘৃণিত প্রাণীর সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি চাইলে ঐ আয়াতগুলোর সাহায্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে রইল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। কাজেই তার অবস্থা হয়ে গেলো কুকুরের মতো, তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিভ ঝুলিয়ে রাখে আর আক্রমণ না করলেও জিভ ঝুলিয়ে রাখে। যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদের দৃষ্টান্ত এটাই। তুমি এ কাহিনী তাদেরকে শুনাতে থাকো, হয়তো তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে।"(আরাফ-১৭৬) এই লালসার সুত্র ধরে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করে। শয়তান লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকে। আব্বাস ইবনে সাহল ইবনে সাদ রা: থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইবনে যুবায়র রা: কে মক্কায় মিম্বরের উপর তার খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: হে লোকেরা! নবী সা: বলতেন, যদি বনী আদমকে স্বর্ণে ভরা এক উপত্যকা মাল দেয়া হয়, তথাপিও সে দ্বিতীয়টার জন্য লালায়িত হয়ে থাকবে। আর তাকে দ্বিতীয়টি যদি দেয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয়টার জন্য লালায়িত থাকবে। বনী আদমের পেট মাটি ছাড়া ভরতে পারে না। তবে যে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।(বুখারী:৬৪৩৮,কিতাবুর রিকাক, বাবু মা ইউত্তাকা মিন ফিতনাতিল মালি, আধু.প্র:৫৯৮৯, ইফা:৫৯৯৫)

ছয়, কঠিণ পরিস্থিতির মহুর্তে: মানুষের জীবন বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে অতিবাহিত হয়। দু:খ, বেদনা ও সুখ-সমৃদ্ধি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে-শয়তান তাকে বিভিন্নভাবে ভাবিয়ে তুলে। কিন্তু যারা আল্লাহকে রব হিসাবে কবুল করেছে, তারা তাঁর ওপর পুর্ণ তায়াক্কুল রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস পোষন করে যে, কষ্টের পর সহসাই সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। তাই কঠিণ পরিস্থিতির সময় নিজেকে সংযত রাখে এবং শয়তানের প্ররোচনায় সে কান দেয় না।

সাত, হতাশার সময়: হতাশা বা নিরাশা এমন এক ক্ষতিকর বদগুণ যা মানুষের সকল প্রকার যোগ্যতাকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। শয়তান তাকে বিভিন্ন কুবুদ্ধি দিতে থাকে। হতাশা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিকে এমনভাবে দূর্বল করে দেয় যে, এই সকল ক্ষেত্রে সে একজন অযোগ্য ও অকর্মণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। হতাশাগ্রস্থ এই ব্যক্তিটি পরিবারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে যেমনভাবে বিনষ্ট করে, তেমনি সমাজ ও পেশাগত জীবনে একজন অযোগ্য,অকর্মণ্য দায় হিসাবে চিহ্নিত হয়। হতাশা এমনভাবে ঘিরে ধরে যে ঢিলেমী তাকে সামনে চলার সকল পথকে রুদ্ধ করে দেয়। হতাশার আর একটি বড় প্রভাব হলো, হতাশাগ্রস্থ ব্যক্তি সকল কাজে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে। নেতিবাচক অভিব্যক্তি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। ইতিবাচকতা তার আজন্মের শুত্রুতে পরিণত হয়। এ ধরণের ব্যক্তিরা নেতিবাচক মনোভাব প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন দুভাবে প্রকাশ করে। একটি ভাল কাজের প্রতি সকলেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে হতাশা রোগে আক্রান্ত, সে তার মনোভাব এমনভাবে প্রকাশ করবে, প্রাথমিকভাবে বুঝা যাবে না সে নেতিবাচক না কি ইতিবাচক। কিন্তু একটু ভালভাবে লক্ষ্য দেখা যাবে যে, প্রচ্ছন্নভাবে সে নেতিবাচক মনোভাবই প্রকাশ করেছে। এ ধরণের ব্যক্তিরা নিজেরা তো সফলতার মুখ দেখতে পা-ই না, অধিকন্ত তারা অন্যের সফলতাকে সহ্য করতে পারে না।

কোন মু'মিন কখনো হতাশ হতে পারবে না। কারণ শয়তানের অপর নাম ইবলিস। ইবলিস মানে হতাশ। তাই কোন মু'মিন হতাশ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইবলিশ হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং খুব দ্রুত তাকে তাওবা করে আল্লাহর রহমতের ছায়া তলে ফিরে আসতে হবে। পূর্ণ আশা নিয়ে আল্লাহর রাহিম, আল্লাহ রাহমান, আল্লাহ গাফুর, আল্লাহ রাউফুম বিল ইবাদ, আল্লাহ কারীম, আল্লাহ আফুয়্যুসহ তাঁর দয়া ও করুণায় পরিপূর্ণ তাঁর গুণাবলীর সীমায় প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(হে নবী!) বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"(সুরা যুমার:৫৩)

আট, অহংকার: অহংকার করবেন না। অহংকার একমাত্র আল্লাহর অধিকার। মানুষ কখনো অহংকার করতে পারে না। যদি কেহ অহংকার করে তবে সে যেনো আল্লাহর অধিকার নিয়ে টানাটানি করে। মনে রাখবেন, অহংকার শয়তানের কাজ। কারণ অহংকার পৃথিবীর প্রথম গুনাহ্। আর এটি প্রথম সংঘটিত হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কীট ইবলিশ কর্তৃক। অহংকারের মাধ্যমেই শয়তান সর্বপ্রথম গুনাহর খাতায় নাম লিখিয়েছিল এবং এটিই সর্বপ্রথম আল্লাহর হুকুমকে মানতে অবাধ্য করেছিল। সুরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ আদমকে সেজদা কর। সকলেই সেজদা করলো। কেবল ইবলিশ করলো না। সে অস্বীকার ও অহংকার করলো। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" সুরা আরাফে বলা হয়েছেঃ ইবলিশ বললো "আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে এবং তাকে (আদমকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

নয়, ধৈর্যচ্যুতি: আপদ-বিপদ আপতিত হলে, শয়তান তাকে বিভিন্ন ধরনের কু-প্রস্তাব দিতে থাকে। ফলে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং বিভিন্ন খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারনের সুদপদেশ দান করেছেন এবং ধৈর্যশীল অপরিমিত পুরস্কারের ঘোষনা দেয়া হয়েছে। হাদীসে ধৈর্যকে আলো হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বুখারী:২২৩, মুসলিম ৩৫১৭, ইবনে মাযাহ ২৮০, আহমাদ ২২৩৯৫, ২২৪০২১। এই আলোর মাধ্যমে সে সাফল্যের রাজ পথ দেখতে পায়। বিপদের রাত যত গভীর হয় প্রভাত বা সাফল্যের আলো তত কাছে চলে আসে। তাই বিপদের সময় শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী আশ্রয় চাইতে হবে।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com











যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নামে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত ওই পত্রে বলা হয়েছে, 'নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নামে কোনো কমিটি নাই। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নামে কেউ কোনো সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে বিএনপি এবং এর সব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীকে নিজ নিজ স্টেট ও মহানগর কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।'

লন্ডনে বসবাসরত বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের নামে এই চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়েছে- যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাহিদুল এইচ খান শাহেল, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে আবদুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান, গিয়াস আহমেদ এবং মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টনকে।

দলীয় সূত্র জানায়, ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি ছিলো। সর্বশেষ বিগত ১২ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশার পাশপাশি বিভক্তি, নেতৃত্বে কোন্দল, উপ কোন্দল দেখা দেয়। পাশাপাশি দলীয় নেতা-কর্মীরা বিভক্ত হয়ে 'যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি' গঠনের দাবী জানানো হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কেন্দ্র লন্ডনে বসবাসরত বিএনপি'র আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন-কে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি দেখভাল করার দায়িত্ব দেয় বলে দলীয় সূত্রগুলো জানায়। এক সময় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি দেখভাল করার দায়িত্ব পায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক, দলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন। কেন্দ্রের নির্দেশ পেয়ে উভয় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন না করে ষ্টেট কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। এতে দলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ষ্টেট কমিটি গঠন নিয়ে উভয় নেতার বিরুদ্ধে 'অনৈতিকতা'র অভিযোগ উঠে। পরবর্তীতে এককভাবে আনোয়ার হোসেন খোকন দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশী অধ্যুষিত কয়েকটি ষ্টেটে সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করেন। এছাড়াও নিউইয়র্ক ষ্টেট ও সিটি (উত্তর-দক্ষিণ) কমিটিও গঠন করেন। কেন্দ্র এসব কমিটির অনুমোদনও দেয়।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিলুপ্ত হওয়া কমিটির কেউ কেউ আগের পদ-পদবি ব্যবহার করে 'যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন দিবস ভিত্তিক সভা-সমাবেশ চলতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে কেন, কোন প্রেক্ষিতে হাইকমান্ডের নির্দেশে সর্বশেষ এই চিঠি ইস্যু হলো তা অনেকেরই বোদগম্য নয়। বরং মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

কেন্দ্রীয় বিএনপি'র চিঠি প্রসঙ্গে এক প্রতিক্রিয়ায় সাবেক ছাত্র নেতা ও বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর বলেন, বলতে হলে সাহস লাগে। চাঁদাবাজী করে যারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিকে বেহাল ঘটিয়েছে আজ তারাই বড় পদের অধিকারী, মন্ত্রী এমপি দৌড়ে আছে এইটার নাম বিএনপি চাঁদাবাজদের প্রমোশন হয় আর বিএনপিকে যারা বুকে ধারণ করে দল করে তেলবাজী করতে পারেনা তাদের কমকান্ড বন্ধের নোটিশ পায়

কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী বলেন, কেউ কি বলেছে এখানে কমিটি আছে? কমিটি না থাকলে আমি বিএনপি'র কর্মী এটা কি বলা যাবে না? আমরা তো দেখলাম ১০ মাস আগে কাউন্সিল করে এখন বাইর থেকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দেয়া হচ্ছে, বিএনপির গঠনতন্ত্রে এমন কিছু আছে কিনা আমাদের জানা নাই!

বিএনপি সমর্থক মোহাম্মদ খান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কমিটির ৪ জন সম্মানিত সদস্য রয়েছেন। আমি বুঝতে পারিনা আপনারা কেন তাদের সাথে কথা বলেন না। এককভাবে আপনার কথা ফেইসবুকের খোরাক যোগাবে কিন্তু সাধারণ নেতা কর্মীদের আশা পুরণ হবে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করে আবেদন করুন।

শেখ হায়দার আলী বলেন, যারা দিনের চব্বিশ ঘন্টা রাজনীতি করেন, তারাই রাজনীতিকে পেশা মনে করেন ,ব্যবসা মনে করেন বলেই, চব্বিশ ঘন্টার রাজনীতিবিদদের অধিকাংশ অসৎ ও নীতি বিবর্জিত, এরা দল ও দেশের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের আদর্শিক নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কখনওই চব্বিশ ঘন্টা রাজনীতি করতে বলেনি। এখন বিবেচনা করুন, কারা এখন বিএনপি'র চব্বিশ ঘন্টার অসৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাদের কথায় কিছু যায়, আসে না।

'সার্বভৌমত্বের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষায় গণতন্ত্রকে সুসংহত করার ওপর গুরুত্ব দেন এবং কখন কীভাবে ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন রাজনীতি, ভিন্ন অর্থনীতি আমাদের ওপর ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার করে তা বোঝার জন্য লেখকদের সজাগ থাকতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন। বক্তারা বলেন, লেখকেরা সমাজের সবচেয়ে সচেতন মানুষ। তারাই সকলের আগে সার্বভৌমত্বের হুমকিগুলো টের পান, এটি লিখে জনগণকে জানাতে হবে, দেশের মানুষকে সজাগ রাখতে হবে।

প্রথা অনুযায়ী এ মাসের নির্বাচিত কবি দেওয়ান নাসের রাজা ৪টি কবিতা পড়ে শোনান নির্বাচিত আবৃত্তি শিল্পী মুন্না চৌধুরী, ফরিদা ইয়াসমিন এবং হারুনুর রশীদ তানভীর। তার প্রত্যেকে ৩টি করে কবিতা আবৃত্তি করেন।

এ-ছাড়াও উপস্থিত কবি, লেখক, আবৃত্তি শিল্পীরা তাদের নিজের লেখা কবিতা, বই-আলোচনা পাঠ এবং বিখ্যাত কবিদের কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন। এ-পর্যায়ে অংশ নেন আহসান হাবিব, জিএম ফারুক খান, সুমন শামসুদ্দিন, সোহেল হামিদ, রওশক হক, ইমাম চৌধুরী, এস এম মোজাম্মেল হক, সোহানা নাজনীন, মিজানুর রহমান, জেসমিন আখতার আঁখি, সায়েব খালিসদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে গান পরিবেশন করেন নজরুল ইসলাম এবং টুটুল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উনবাঙাল সভাপতি মুক্তি জহির এবং সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইমাম চৌধুরী।

এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে উনবাঙাল একটি বইমেলার আয়োজন করবে, যার উদ্বোধন করা হবে ফেব্রুয়ারীর ২১ তারিখে, চলবে ২৩ তারিখ পর্যন্ত। মেলা আয়োজনের জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের নাম পরে জানানো হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল' স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল এল এম করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারি ২০২৫ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০২৫ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, ফাইনাল এ্যাকশন ডেট বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে।

জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর প্রেফারেন্স

প্রথম: (এফ ১) ইউ এস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা নভেম্বর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ, (এফ ২ এ): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান: জানুয়ারি ১, ২০২২।

বি, (এফ ২ বি): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান ২১ বছর বা তদূর্ধ বয়সী। মে ২২, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩): ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: জুলাই ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪): প্রাপ্ত বয়সী ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোন। আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ ব্যাপারে পারিবারিক এবং চাকুরী ভিসার বিষয়ে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে ম. হামিদের প্রশ্ন

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি এই বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। আজ আমি আমার এবং আমার এক আত্মীয়ের জন্য দুটি বিষয় জানতে এই লেখাটি লিখছি। আমার পাঠানো দুটি প্রশ্নের মত প্রশ্ন এবং তার উত্তর পরেছিলাম। কিন্তু আজ আপনার পরামর্শ পেতে আবারো প্রশ্ন পাঠালাম। আশা করি উত্তর পাবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে: আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমার স্ত্রী গ্রীন কার্ড নিয়ে এদেশে এসেছে। কিন্তু আমার স্ত্রী যে গ্রীন কার্ড পেয়েছে সেই গ্রীন কার্ডটি হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রীন কার্ড। তার এই কার্ডের মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

আমার পাঠানো দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে:

আমি একজন গ্রীন কার্ডধারী। আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেসের মাধ্যমে গ্রীন কার্ড পেয়েছিলাম। বাংলাদেশ থেকে বৈধ ভিসা নিয়ে আসা একজনকে আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রীর এদেশে কোন বৈধ স্ট্যাটাস নেই। কিন্তু আমি জানিনা যে আমি আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে পারব কিনা। আমাকে কি অপেক্ষা করতে হবে আমার সিটিজেনশিপ লাভ করার আগ পর্যন্ত, নাকি আমি এখনই আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে পারবো ?



আমি ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কিছু জানি না। আমার পাঠানো দুটি প্রশ্নের জন্য পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

ম. হামিদের প্রশ্নের উত্তর:

আপনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রী যে গ্রীনকার্ড পেয়েছে সেই গ্রীন কার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রীন কার্ড। অর্থাৎ আপনার স্ত্রী হচ্ছেন কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডধারী। অর্থাৎ বিয়ের ২ বছর পূর্ণ না হতেই যদি আপনার স্ত্রী গ্রীনকার্ড পেয়ে থাকেন তবে সেই গ্রীনকার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড।

ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইমিগ্রেশনে ওই কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য এবং পার্মানেন্ট কার্ড ইস্যু করার জন্য আবেদন করতে হয়। এ কারণে আপনার স্ত্রীকে তার কন্ডিশনাল কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তার কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য আবেদন জানাতে হবে। পার্মানেন্ট গ্রীন কার্ড ইস্যু করার জন্য ফরম আই ৭৫১ ফাইল করতে হয়। সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সই দিতে হয়। এবং যথাযথ ফিস দিতে হয়। আর স্বামী স্ত্রী একত্রে বসবাসের স্বপক্ষে বাড়ির লিজ, ইউটিলিটি বিলের কপি, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, যৌথ ট্যাক্স রিটার্ন ইত্যাদি পেশ করতে হয়।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:

আপনি একজন গ্রীন কার্ডধারী। ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী একজন গ্রীনকার্ডধারী তার স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানদের জন্য আবেদন করতে পারেন। রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন গৃহীত হবার পর বিয়ে করায় তার স্ত্রী সাধারন নিয়মে পড়বেন। অতিরিক্ত বেনিফিটের আওতায় পড়বেন না। স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এর ইন্টারভিউ এর জন্য উপযুক্ত হতে স্পাউসকে বৈধ প্রবেশদ্বারী হতে হবে এবং বৈধ স্ট্যাটাসধারী হতে হবে। পিটিশনার যদি ইউএস সিটিজেন হন এবং সন্তান মা-বাবা অথবা স্পাউসের গ্রীনকার্ডের জন্য ফাইল করতে চান, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৈধ প্রবেশদ্বারী হলেই চলবে।

আপনি একজন গ্রীনকার্ডধারী সে কারণে যেকোনো সময় প্রয়োজনে আপনি এক বছরের জন্য এ দেশের বাইরে ভ্রমণে যেতে পারেন বিনা অনুমতিতে। মনে রাখবেন এক বছরের বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেসের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন সে কারণে জরুরি না হলে নিজ দেশে বেড়াতে যাওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো ।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

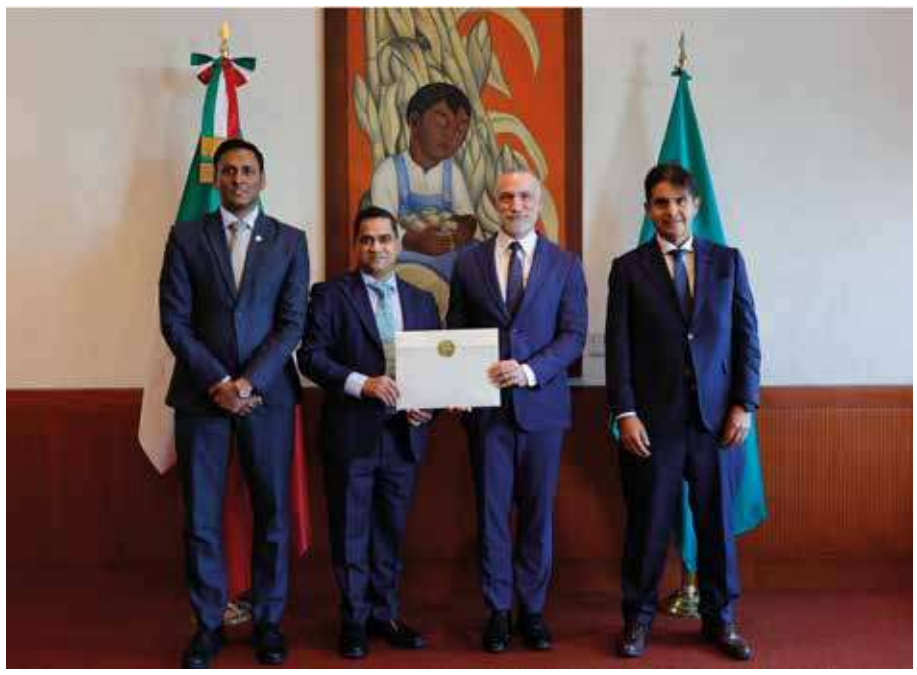
অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com
Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারীর যোগদান





ট্যাক্স ফাইলিং শুরু : অভিজ্ঞজনদের সাহায্য নেয়ার পারমর্শ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পারলে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। যারা ট্যাক্স রিটার্ন-এর ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করতে চাইছেন। এ জন্য তারা সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল এজেন্টদের সাথেও কথা বলছেন। প্রয়োজণীয় নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা শুরু করবেন। অনেকে ইতিমধ্যেই ট্যাক্স ফাইরিং করেছেন। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলতে পারেন বলে সংশ্লিস্টা পরামর্শ দিয়েছেন। এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ গতবছরের চেয়ে আরো বেড়েছে বলে সংশ্লিস্টরা জানিয়েছেন।

এদিকে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, আমাদের কোন আয়কর ছিল না। আয়কর এসেছে ১৯১৩ সালে। আমি গত সপ্তাহে আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম, বিদেশী দেশগুলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের নাগরিকদের উপর কর আরোপের পরিবর্তে, আমাদের নাগরিকদের সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের বিদেশী দেশগুলোর উপর শুল্ক এবং কর আরোপ করা উচিত। তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সেই ব্যবস্থায় ফিরে আসার সময় এসেছে, যা আমাদেরকে আগের চেয়ে আরও ধনী ও শক্তিশালী করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৮৭০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত, সকল শুল্কমুক্ত ছিলো। এবং তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী সময় ছিল।' উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম সংশোধনীর অংশ হিসাবে প্রথম ফেডারেল আয়কর পদ্ধতি ১৯১৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পাস করা হয়েছিল। এটি অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (আইআরএস) অনুসারে কর্পোরেট এবং ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর আরোপের জন্য ইউএস কংগ্রেসের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উল্লেখিত ট্যাক্স নীতি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। সংশ্লিস্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন ট্রাম্পের ফেডারেল আয়কর বিলোপের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ধনীরাই উপকৃত হবেন, পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষ নানা সমস্যার পাশাপাশি অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এব্যাপারে এনরোল্ড এজেন্ট ও বিডি ট্যাক্স এন্ড একাউন্টিং এলএলসি'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মুনির আহমেদ বিত্তবানদের ট্যাক্সের অর্থে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকন্ডের পাশাপাশি স্বল্প আয়ের মানুষদের নানা সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে থাকে ফেডারেল সরকার এবং ষ্টেট ও সিটি প্রশাসন। সাধারণত: যাদের আয় বেশী তারাই তো ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। আর এই সুবিধা পান দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী। তার মতে ট্রাম্পের ফেডারেল আয়কর বিলোপের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে মূলত: ধনীরাই উপকৃত হবেন।

অপরদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিসে বিপরীত হতে পারে। নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, বিডি ট্যাক্স এন্ড একাউন্টিং, জাকির চৌধুরী সিপিএ, আহাদ আলী সিপিএ, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি।

আইআরএস'র বরাত দিয়ে এনরোল্ড এজেন্টগণ জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৪ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়। জানা গেছে, চলতি ট্যাক্স রিটার্ন মওশুমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১৪০ মিলিয়ন বাসিন্দার ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ১০ জানুয়ারী থেকে আইআরএস একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় আইআরএস অনুমোদিত সফটওয়ারের মাধ্যমে উপযুক্ত করদাতাদের (২০২৪ সালে আয় ৯৩,০০০ ডলারের কম) ফ্রী অনলাইন ট্যাক্স ফাইলিং শুরু করেছে।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিন'। এর আগে নোবেল পুরষ্কার জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে গত ২১ অক্টোবর তার নিয়োগের তথ্যটি জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মুশফিকুল ফজল আনসারীকে অন্য যে কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এর সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপূর্বক বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে রাষ্ট্রদূত পদে পদায়নের নিমিত্ত তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো। এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে বলেও এতে জানানো হয়।

পরে নিয়োগ পাওয়া রাষ্ট্রদূত ও প্রবাসী সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী তার অনুভূতি ব্যক্ত করে জানান, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের টিমে কাজ করতে পারা 'গ্রেট প্রিভিলেজ এবং গ্রেট অনার'। এটি তার জন্য অত্যন্ত মর্যাদাকর।

এদিকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারী) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে মেক্সিকোতে রাষ্ট্রদূত হিসাবে পরিচয় পত্রের একটি কপি দেশটির প্রটোকল প্রধান জনাথন সাইটের হাতে তুলে দেন। এতে তিনি আনন্দিত। এছাড়াও দেশটির এশিয়া বিষয়ক মহাপরিচালক ফার্নান্দো জি সাইফের সাথেও হয় দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যুতে আলোচনা। সহসাই ম ্যাক্সিকোর প্রেসিডেন্টের নিকট আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র পেশ করবো বলে আশা করছেন রাষ্ট্রদূত মুশফিক। এসব তথ্য তিনি নিজেই জানিয়েছেন তার ফেসবুক পোষ্টে। ফেডারেল আয়কর বিলোপের প্রস্তাব করেছেন। গত ২৭ জানুয়ারী ফ্লোরিডা রাজ্যের ডোরালে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প তার নতুন চিন্তা-ভাবনার কথা জানান। তিনি বলেন, অতীতের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আরো শক্তিশালী ও অর্থনৈতিকভাবে আরো সমৃদ্ধ করতে এখনই সময়। এজন্য সময়োপযুগী পদক্ষে নেয়া দরকার।

নিউইয়র্কে একুশের বইমেলা ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি



কাজী জহির



মুক্তি জহির



ফখরুল আলম



আহসান হাবীব

সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলমকে আহবায়ক এবং আবৃত্তিশিল্পী ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিবকে সদস্য সচিব করে ৮৩ সদস্যের একটি আহবায়ক কমিটি এবং ১৩ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন: যুগ্ম আহবায়ক- আবু নাসের ও সারোয়ার হোসাইনী, যুগ্ম সদস্য সচিব- কাজী ফৌজিয়া ও শামসুদ্দিন শামীম। সদস্য: যথাক্রমে আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, ডা. ওয়াজেদ এ খান, ড. আবুল কাশেম, এবিএম ওসমান গণি, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আব্দুল্লাহ জাহিদ, সৈয়দ ফজলুর রহমান, রাগীব আহসান, আজিজুল হক মুন্না, ইমরান আনসারী, আলী সাঈদ টিপু, শেখ সিরাজুল ইসলাম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আদিত্য শাহীন, দিমা নেফারতিতি, সৈয়দ রাব্বী, ওয়াহেদ হোসেন, হাসান আমজাদ খান, আহসান হাবীব, সুমন শামসুদ্দিন, জিএম ফারুক খান, নুরুল খান, ইমাম চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, সোহেল হামিদ, ফিরোজ আহমেদ, দেওয়ান নাসের রাজা, এইচ বি রিতা, এসএম মোজাম্মেল হক, আসাদুজ্জামান বাবু, রওশন হক, ফরিদা ইয়াসমিন, কাজী আজম, রফিক পাটওয়ারী, সোহানা নাজনীন, রেণু রোজা, কাওসার পারভীন চৌধুরী, হারুন-অর-রশিদ তানভীর, মুশফিক অন্তু, আহনাফ আলম, নেসার ভূঁইয়া রাসেল, টুটুল, মুন্না চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, আব্দুল কাইয়ুম, মিজানুর রহমান, নেলী ইসলাম, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, ভায়লা সালিনা লিজা, লুৎফা শাহানা, শেলী জামান খান, সায়েব খালিসদার, শামসুন ফৌজিয়া, মিয়া এম আসকির, মিজান রহমান, আব্দুল মতিন, নাজমুল হোসেন, খালেদা আক্তার রুবী, জে মোল্লা সানী, শাহ আলম, মোহাম্মদ আলী, নুরুল আজিম, সৈয়দ জিন্নাত আলী, জিকরুল আমিন জুয়েল, ইসমাইল হোসেন স্বপন, শেখ হায়দার আলী, আমীন মেহেদী বাবু, কাজী সেলিম খান, আব্দুর রশিদ বাবু, মোহাম্মদ বিলাল চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, কাশেম আবুল (বাবু), সুলতান এ আলম বোখারী, শহীদুল্লাহ কায়সার, সৈয়দ আজাদ, আম্বিয়া বেগম ও সেলিম ইব্রাহীম।

উপদেষ্টা পরিষদ: সভাপতি- মনজুর আহমদ। সদস্য: ড. মহসিন পাটওয়ারী, হাসান ফেরদৌস, ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, ড. মোস্তফা সারওয়ার, মুজিব বিন হক, মতলুব আলী, শাহিদা আরবী, আজহারুল হক মিলন, তাসের মাহমুদ, আব্দুল মালেক, ডা. চৌধুরী মো: সারোয়ারুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার আলতাফ চৌধুরী।

উনবাঙালের সভাপতি মুক্তি জহির, মেলা উদযাপন কমিটির আহবায়ক ফখরুল আলম এবং সদস্য সচিব আহসান হাবিব যৌথ বিবৃতিতে জানান, একুশের চেতনা সমুন্নত রেখে একটি সর্বজনীন বইমেলা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম ও রাজনীতি নিরপেক্ষ এই মেলায় উত্তর আমেরিকার বইপ্রেমী মানুষের ঢল নামবে বলেই তারা বিশ্বাস করেন।

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, আমার ভিশন হচ্ছে নিউইয়র্কে একটি লেখকের বইমেলা হোক, যেখানে প্রকাশকেরা নয়, লেখকেরা স্টল নেবেন, লেখক-পাঠক সরাসরি সংযোগ ঘটবে। এ-ছাড়া বই-কেন্দ্রীক নানান অনুষ্ঠান দিয়ে সাজানো হবে ৩ দিনের এই মেলা।

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq

এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338

Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com

421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

ভবনের লোন পরিশোধে বিশেষ পরিকল্পনা

জানুয়ারী সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ সভায় জানানো হয় যে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে শুধু বিভক্তই নয়, এই ভবনকে কেন্দ্র করে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে এবং সেই ভবন এখনো ঋণমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। রিফাইন্যান্স করা সম্ভব হয়নি অপর অংশের 'সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিম' নেতৃত্বাধীন অংশের মামলা এবং বাড়ির ওপর লিন বসানোর কারণে। আবার তারা অর্থও ফেরত চায়। রিফাইন্যান্সও করতে দেবে না, আবার অর্থও দাবি করে! এটা কূটকৌশল ছাড়া কিছু নয়।

সাধারণ সভায় জালালাবাদ ভবনটি লোন মুক্ত করতে 'জালালাবাদ ফান্ড ইনক' নামে আলাদা করপোরেশন এবং তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করেন সভাপতি মইনুল ইসলাম। এই কমিটির সদস্যরা হলেন- মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী এবং আব্দুল চৌধুরী ওমেল। তারা বলেন, এই ভবনের বিপরীতে ২০০ শেয়ার বিক্রি করা হবে। যদিও কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে ১০০ শেয়ার নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাকি এক শত শেয়ার অন্যান্যের মধ্যে বিক্রি করা হবে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৫০০ ডলার। আগামী ৩ বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ লভ্যাংশসহ এই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এই শেয়ার ক্রয়ের জন্য তারা জালালাবাদবাসীর প্রতি আহবান জানান।

সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদুল গনি আসাদের পরিচালায় সভা মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা হাজি সৈয়দ জুবায়ের আলী, বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন কপিল ও সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান সাবু, নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শাহীন কামালী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজন এবং মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি ফজলুর রহমান।

সাধারণ সভার শুরুতে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী।

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে আসাদুল গনি আসাদ বলেন, ৫২ ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ মহান মুক্তিযোদ্ধা এবং আজ অবদি যারা বাংলাদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদের সবাইকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সদ্য প্রয়াত সংগঠনের সাবেক কর্মকর্তা মোশাহিদ আলী (২০১৩-২০১৬) সহ প্রবাসে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদেরকে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মহান আল্লাহতায়ালার কাছে তাদের সবার রুহের মাগফিরাত আর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

তিনি বলেন, গত ২২ সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমান কার্যকরী কমিটি (২০২৪-২০২৭)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবার উপস্থিতি ও সার্বিক সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে, তাই নির্বাচন কমিশনসহ সব জালালাবাদবাসীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আকুণ্ঠ চিত্তে। তিনি সংগঠনের কর্মকান্ডের কথাও তুলে ধরেন। এরমধ্যে বিগত ১৬ ডিসেম্বর সংগঠনের আয়োজনে জালালাবাদ ভবনে যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপিত ছিলো উল্লেখযোগ্য।



সভায় কোষাধ্যক্ষ মইনুজ্জামান চৌধুরীর মায়ের মৃত্যুতে তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করায় তার পক্ষে কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক আসাদুল গনি আসাদ। এসময় তিনি জানান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত রয়েছে ২২ হাজার ৩৬৭ দশমিক ৬৯ ডলার। তিনি বলেন, অনেকেই অপপ্রচার করেন আমরা ভবনের অর্থ পরিশোধ করছি না। তিনি সংশ্লিস্ট ডকুমেন্ট প্রদর্শন করে বলেন, গত বার মাসের রিসিড আমার কাছে রয়েছে। তিনি সভায় সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন রয়েছে আহমদ, খলিলুর রহমান খলিল, রিয়াজি, শাহাবুদ্দিন, হুমায়ুন আহমেদ, ইয়ামিন রশীদ, নজিবুর রহমান, গৌস খান, জাবেদ খসরু, মখন মিয়া, বদরুল মহসিন, নজরুল ইসলাম, এনায়েত হোসেন জালাল, আব্দুল আহাদ, দুরুদ মিয়া রনেল প্রমুখ।

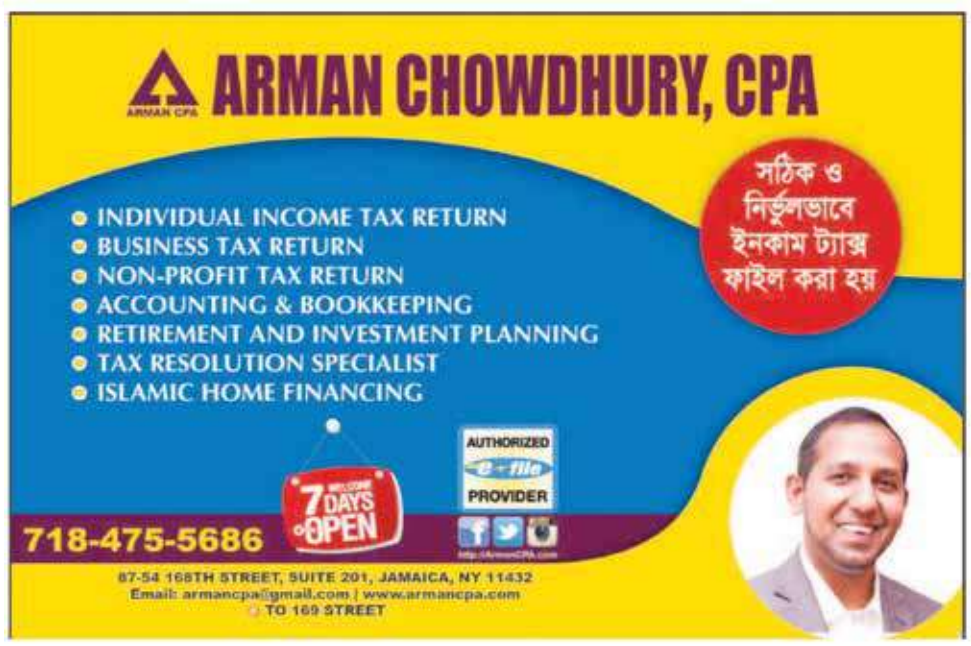
জালালাবদ ভবন প্রসঙ্গে আসাদুল গনি আসাদ বলেন, প্রবাসী জালালাবাদবাসীর আশা-আকাঙ্খা, ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতীক, স্বপ্নের জালালাবাদ ভবন। অনেক ষড়যন্ত্র-মামলা মোকদ্দমার সম্মুখীন হয়েও জালালাবাদ ভবন এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গর্বের ঠিকানা হিসেবে। ২০২৪ সালে আমরা সফলভাবে ১২টি মর্টগেজ পেমেন্ট দিয়েছি। আজ সময় এসেছে ভবনকে ঋণমুক্ত করার।

সভায় তিনি এসোসিয়েশনের আগামী দিনের কর্মকান্ডের মধ্যে ১. জালালাবাদবাসীদের অংশগ্রহণে জালালাবাদ ভবনে 'পিঠা উৎসব' আয়োজন, ২. আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী অমর একুশে মহান শহীদ দিবস, তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, ৩. আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস পালন, ৪. আগামী ২ মার্চ সংগঠনের উদ্যোগে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ইফতার মাহফিলের আয়োজন, ৫. মাদকবিরোধী এবং নাশকতাবিরোধী সেমিনার আয়োজন, ৬. হাউজিং অ্যাসিস্ট্যান্স : কমিউনিটির বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য গৃহীত অ্যাফেডেবল হাউজিং কর্মসূচির ফলোআপ আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি, ৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ৮. আগামী জুলাই মাসের শেষের দিকে কুইন্সের এস্টোরিয়া পার্কে বৃহত্তর সিলেটের সব সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, তথা জালালাবাদবাসীর মিলনমেলার আয়োজন এবং ৯. হাইস্কুলের একাদশ-দ্বাদশ কিংবা কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়ের জন্য বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে ইনটার্নশিপের ব্যবস্থা করার কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

সভা সফল করার জন্য সভাপতি মইনুল ইসলাম সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবনের বর্তমান মূল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা অনেক লাভজনক অবস্থায় রয়েছি। তবে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত না থাকলে আরো ভালো ভালো কাজ করতে পারতাম। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র সামলাবো না কাজ করবো। তবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই এটা জালালাবাদবাসীদের ভবন- এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেও লাভ হবে না। তিনি মিডিয়া সহ জালাবাদবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'আমরাই জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে, আমরাই বৈধ কমিটি। সুতরাং একাংশের লেখার কোনো প্রয়োজন নেই।'







Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

এনওয়াইপিডির ইন্সপেক্টর পদে প্রথম বাংলাদেশি আব্দুল্লাহ



(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আমাদের লক্ষ্য।
এ সময় খন্দকার আব্দুল্লাহ টাইম টিভিকে বলেন, এই অর্জন আমাদের সবার জন্য গৌরব ও সম্মানের বিষয়। আমি চেষ্টা করবো নিজের অবস্থান থেকে কমিউনিটির কল্যাণে সর্বোচ্চ অবদান রাখার। এ সময় তিনি এনওয়াইপিডির সদস্য হতে আরো বেশি বাংলাদেশিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে এনওয়াইপিডিতে কর্মরত সদস্যদের সংগঠন বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক বলেনএটা আমাদের বাংলাদেশীদের গৌরবের বিষয় । ভবিষ্যত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রজন্ম খন্দকার আব্দুল াহর মতো এরকম বড় পদে আসীন হবে।
অনুষ্ঠান শেষে খন্দকার আব্দুল্লাহকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাপা'র সদস্যরা। এতে খন্দকার আব্দুল্লাহর মা, স্ত্রী ও সন্তানসহ পরিবারের স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।
এই পদোন্নতির আগে তিনি ছিলেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর। এর ইন্সপেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ নিউইয়র্ক সিটির ৮১তম প্রিসিংক্টে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার কাজের জন্য ইতিমধ্যে অনেক পুলিশ পদক লাভ করেছেন।
খন্দকার আব্দুল্লাহ ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। জন জে ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন খন্দকার আব্দুল্লাহ।
সিলেটের বালাগঞ্জ থানার তালতলা গ্রামের খন্দকার মদব্বির আলী'র সন্তান খন্দকার আব্দুল্লাহ। তিনি পরিবারসহ নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বসবাস করছেন।
সিলেট বালাগঞ্জ তালতলা গ্রামের খন্দকার আব্দুল্লাহ বিশ্বের অন্যতম সেরা পুলিশ বিভাগ হিসেবে পরিচিত এনওয়াইপিডি-তে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। খন্দকার আব্দুল্লাহ প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান যিনি নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে এ উচ্চপদে আসীন হলেন।

"গণ-ডিপোর্টেশনে বৈধ প্রবেশকারীদের চিন্তার কোনো কারণ নেই"



জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্ট এর পার্টি লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল এলএলসির আয়োজনে গণ ডিপোর্টেশন থেকে নিরাপদ থাকতে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক পরামর্শ সভা।



জ্যাকসন হাইটসের একটি হলরুমে নিউইয়র্ক কমিউনিটির সেমিনারে গণ ডিপোর্টেশন থেকে নিরাপদ থাকতে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক পরামর্শ সভা।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আয়োজন করে এই সভার। আতংকিত না হয়ে, এমন সভায় কি করণীয়, তা তুলে ধরা হয়। এদিকে নিউইয়র্ক সেমিনার গ্রুপের আয়োজনে আলাদা একটি অনুষ্ঠানে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেছেন, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সাথে রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে আলোচকেরা বৈধ গ্রেফতারি পরোয়ানা না থাকলে, দরজা না খোলা, ব্যক্তিগত তথ্য না দিয়ে এটর্নীর সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন। এ নিউইয়র্ক সেমিনার গ্রুপের আয়োজক ও পরামর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ এন মজুমদার এলএলএম, জাকির চৌধুরী সিপিএ, ফাহিম হোসেন ও রিয়েলটর ইমাম হোসেন।



ব্রঙ্কসে ইসলামিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সামি কবির গাইডেন্সের হোম ফিনান্সের সেবার পরিধি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গাইডেন্স কোন ব্যাংক না এটা একটি রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি। আমরা হোম বায়ারের সাথে কো-ওনার হই, একটি এলএলসি তৈরীর মাধ্যমে, তাই এখানে কোন সুদের প্রশ্ন আসে না। ব্যাংক হলে সুদ থাকত, আমরা কোন ব্যাংক না। কেউ যদি কিস্তি দিতে দেরি করেন আমরা লেট ফি চার্জ করি না এবং কিস্তি বন্ধ করে দিলে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন ইকুইটিসহ ফিরিয়ে দেই। ব্যাংক হলে ৩ মাস পেমেন্ট না দিলে বাড়ি ফরক্লোজ শুরু করবে। কিন্তু আমরা বাড়ি ফরক্লোজ করি না।
সামি কবিরের সাথে লোন অফিসার শাকিল কামরানও উপস্থিত ছিলেন। তারা আগত অতিথিদের ইসলামী ফিনান্স নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।
সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে ছিল রিয়েলটর কামরুজ্জামান বাচ্চুর সেবার পরিধি নিয়ে আলোচনা। তিনি বলেন, ২০০৪ সাল থেকে নিউইয়র্কে রেজিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল, বিজনেস, ইনভেস্টমেন্ট, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল, অকশন, ফরক্লোজার, ব্যাংক মালিকানা, বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করা হয়। এছাড়াও বসবাস অথবা ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য বাড়ি, প্রপার্টি ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করা হয়। কেউ যদি তার বাড়ি বা প্রপার্টি বিক্রি করতে চান সেটাও তিনি সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে সক্ষম, কারন তার কাছে অসংখ্য কোয়ালিফাইড ও ক্যাশ বায়ার আছে। তিনি বাড়ি ভাড়াও দিয়ে থাকেন। ইনকাম চেক করে ডব্লিউ টু, ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে ক্যাশে, ঈওএণ চঐউচঝ, চঐউচঝ, ঝউঈঞওঙঘ-৮ ও বিভিন্ন প্রোগ্রামে বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকেন।
অনুষ্ঠানে কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আয়োজকদের এরকম একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

২৯ বছরে পদার্পণ

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ২০ : সোমবার, মাঘ ২০, ১৪৩১ / শাবান ০৩, ১৪৪৬

Vol. 29 Issue 20, February 03, 2025 USA.

Free in NY, Other State $1.

যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি নামে কোন কমিটি নেই: কেন্দ্রের চিঠি

নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নামে কোন কমিটি নেই। কেন্দ্রীয় বিএনপি'র এক চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারীতে প্রেরিত কমিটির ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নামে কোনো কমিটি নেই'। কেন্দ্রের এমন চিঠিতে প্রবাসের দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারীর যোগদান



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় বিশিষ্ট সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগদান করেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ পাওয়ার পর সোমবার (২৭ জানুয়ারী) তিনি তার কর্মস্থলে যোগ দেন। ঐদিন বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে ১১টায় নিজ ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে বিষয়টি তিনি নিজেই তার যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মস্থলে যোগদান করে তার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি। এছাড়াও ওই পোস্টে তিনি লিখেন- 'নতুন কর্মস্থলের প্রথম

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

এনওয়াইপিডির ইন্সপেক্টর পদে প্রথম বাংলাদেশি আব্দুল্লাহ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে কর্মরত প্রায় ৯০০ বাংলাদেশী-আমেরিকানের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে পদোন্নতি পেলেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত খন্দকার আব্দুল্লাহ। শুক্রবার সকালে নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত এক ঝাঁকঝমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে খন্দকার আব্দুল্লাহকে পদোন্নতি সনদ তুলে দেন পুলিশ কমিশনার জেসিকা এস টিশ।

অনুষ্ঠানে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে জেসিকা টিশ বলেন, নিউইয়র্ক সিটি বাসিন্দাদের জীবনের অংশ হচ্ছে এনওয়াইপিডি। তাদের সুখে-দু:খে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করাই

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়



খন্দকার আব্দুল্লাহকে পদোন্নতি সনদ তুলে দিচ্ছেন নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ।

ট্যাক্স ফাইলিং শুরু : অভিজ্ঞজনদের সাহায্য নেয়ার পারমর্শ

ফেডারেল আয়কর বিলোপের প্রস্তাব ট্রাম্পের

সালাহউদ্দিন আহমেদ: চলতি জানুয়ারী মাসের ২৭ জানুয়ারী থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালের ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হয়েছে। সর্বত্রই চলছে ট্যাক্স ফাইলিং। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে ২০২৪ সালের ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইলিং। তবে কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে একুশের বইমেলা ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি

৮৩ সদস্যের কমিটি গঠিত

নিউইয়র্ক: 'শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা' এই স্লোগান সামনে রেখে গত ১১ বছর ধরে নিউইয়র্কে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করছে ঊনবাঙাল। সংগঠনটির স্বপ্নদ্রষ্টা কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, যদিও তিনি সংগঠনের কোনো পোর্টফলিও ধারণ করেন না। ঊনবাঙালের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন মুক্তি জহির। গত ২৬ জানুয়ারী ঊনবাঙালের ৪৭ তম সাহিত্য সভায় সকলের আগ্রহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এ-বছর 'অমর একুশে বইমেলা-২০২৫' আয়োজন করবে ঊনবাঙাল। আগামী ২১, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী জ্যামাইকার ইলহাম একাডেমী মিলনায়তনে (৮৭-৪১ ১৬৫ স্ট্রীট) এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। 'পৃথিবী জুড়ে বাঙালী, বাঙালীর পৃথিবী' শ্লোগান সামনে রেখে প্রথমবারের মতো এই বইমেলা আয়োজনের জন্য কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে মুনা'র লিডারশীপ এডুকেশন সেশন অনৈতিক কাজ পরিহার করার আহ্বান

নিউইয়র্ক: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র লিডারশীপ এডুকেশন সেশনে আলোচকবৃন্দ বলেছেন, দুনিয়া জীবন খুবই সীমিত, মানুষের আসল স্থান হলো আখেরাত। আখেরাতের অনন্ত জীবন সুন্দর ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে অনৈতিক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। গত ২৬ জানুয়ারী দিন ব্যাপী অয়োজিত মুনা'র এডুকেশন সেশনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

"গণ-ডিপোর্টেশনে বৈধ প্রবেশকারীদের চিন্তার কোনো কারণ নেই"

ইমিগ্র্যাশন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গণ-ডিপোর্টেশনে নির্দিষ্ট ডকুমেন্টসহ বৈধ প্রবেশকারীদের চিন্তার কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দেশী-বিদেশী ইমিগ্রান্ট এটর্নীরা। শনিবার, জ্যাকসন হাইটসে আলাদা দুটি অনুষ্ঠানে, বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে সবাইকে প্রয়োজনীয় ডুকমেন্ট সাথে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে গণ-ডিপোর্টেশন কার্যক্রম চলছে জোরেশোরে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সচেতনতা বাড়াতে লিগাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

ভবনের লোন পরিশোধে বিশেষ পরিকল্পনা

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটের প্রবাসীদের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা। সংগঠনের ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করেই মূলত: দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশন। এদিকে 'মইনুল-আসাদ' নেতৃত্বোধীন কমিটির সাধারণ সভায় গত ২৬

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

'সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তায় লেখকদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা

ঊনবাঙালের ৪৭ তম সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: ঊনবাঙালের ৪৭ তম সভার বিষয়বস্তু ছিল 'সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তায় সাহিত্যের ভূমিকা'। গত ২৬ জানুয়ারী জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত সভায় এই বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, কমিউনিটি লিডার ফখরুল আলম এবং লেখক, রাজনীতি-চিন্তক আবু জাফর মাহমুদ। বক্তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব র

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে 'অ্যাটাব'র বার্ষিক সাধারণ সভা

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি-আমেরিকান মালিকানাধীন ট্রাভেল এজেন্টদের সংগঠন আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (অ্যাটাব) 'অ্যাটাব'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ:

বর্ণাঢ্য আর ব্যতিক্রমী আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বাংলা পত্রিকা আর টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান। নিউইয়র্ক সিটিস্থ বিলাসবহুল এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানোরে দু'দিনব্যাপী (২৪-২৫ জানুয়ারী) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গেলো সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা পত্রিকা ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯ বছরে আর টাইম টেলিভিশন ১০ বছর পেরিয়ে ১১ বছরে পদার্পন করেছে। মিডিয়া দুটি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এবারের শ্লোগান ছিলো 'জেনারেশন জি দ্যা গেম চেঞ্জার'। অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসের একাধিক সদস্য ছাড়াও ষ্টেট, সিটি প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সর্বস্তরের ৫ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন।

সংশ্লিস্টদের মতে লাখো দর্শক-শ্রোতার নিরন্তর

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

ব্রঙ্কসে ইসলামিক হোম ফিনান্স সেমিনার

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসে ইসলামিক হোম ফিনান্স সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট রিয়েলটর কামরুজ্জামান বাচ্চু এবং গাইডেন্স রেজিডেন্সিয়াল এর সৌজন্যে গত ২৪ জানুয়ারী বিকেল ২টায় ব্রঙ্কসের আল আকসা চাইনিজ পার্টি হলে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং সুদের উপর আলোচনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে গাইডেন্স রেজিডেন্সিয়ালের ইষ্ট কোষ্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়



প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
AL-AQSA RESTAURANT & PARTY HALL পার্কচেস্টারে
Trusted Al - Aqsa HALAL
PARTY HALL
বাঙালি মালিকানায় সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি হল



ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি কিস • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত "গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
হজ পালনকারীরা সর্বত্তোম সেবা গ্রহণ করুন ওমরাহ ও মূল হজ্বে
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
"গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র টাকা পাঠান নিশ্চিন্তে।
WALL STREE FINANCE LLC
76-01, 101 Ave, Ozone Park, NY. 11416

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com